উপদেশ ও শিক্ষা।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন

প্রণীত।

শ্রীপ্রবোধপ্রকাশ সেন গুপ্ত, এম, এ, কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

শ্রীকেদারনাথ বসু, বি, এ, কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা।

সন ১৩০৬।

মূল্য ॥৵০ আনা।

উদ্দেশ্য।

"উপদেশ ও শিক্ষা" সকল বিদ্যালয়ে আদর পাইবে কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু উদ্দেশ্য, বালক বালিকাদিগকে সাংসারিক সামাজিক এবং নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। যাহাতে কোন সম্প্রদায়ের কিছুমাত্র আপত্তি হইতে পারে, এরূপ কথা আদৌ কথিত হয় নাই। ভাষাকেও শিক্ষাসুখের উপযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রবন্ধগুলি যাহাতে সকলের পক্ষে রচনাদর্শ-স্বরূপ হইতে পারে, যথাসাধ্য তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছি। সুতরাং আমার আশা, ছাত্রবৃত্তি ও প্রবেশিকা দুই পরীক্ষাতেই প্রবন্ধগুলির উপযোগিতা দৃষ্ট হইবে।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত

চৈত্র, ১৩০২ সাল।

"উপদেশ ও শিক্ষা" সম্বন্ধে এনট্রান্সের সংস্কৃতের প্রধান পরীক্ষক প্রিন্সিপাল কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত :—

শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত "উপদেশ ও শিক্ষা" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। ক্ষেত্র বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের এক জন অদ্বিতীয় লেখক। সাহিত্যজগতে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। সুতরাং তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ যে, অত্যুৎকৃষ্ট হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা ভাষায় কিরূপে রচনা লিখিতে হয়, এই পুস্তক পাঠ করিলে, জানিতে পারা যাইবে। পুস্তকের প্রবন্ধগুলি রচনার আদর্শস্বরূপ। প্রবন্ধের ভাষা সরল, মধুর ও ওজোগুণযুক্ত। পুস্তকখানিতে পদে পদে গ্রন্থকারের পরিপক্ক বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। পড়িতে পড়িতে দুই একবার বেকনকে পর্য্যন্ত স্মরণ হয়। রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকাপরীক্ষার্থিদিগের পরীক্ষার অন্যতর বিষয়। বালকেরা বাঙ্গালা রচনা লিখিতে সাধারণতঃ অপটু। আশা করা যায়, পুস্তকখানি তাহাদিগের রচনা শিখিবার পক্ষে বিশেষ উপকারে আসিবে।

রিপণ কলেজ, কলিকাতা। শ্রীকৃষ্ণকমল শর্ম্মা,
২০ জুলাই, ১৮৯৬। অধ্যক্ষ, রিপণ কলেজ।

এডুকেশন গেজেট, ১৩০৪ সাল ৫ই অগ্রহায়ণ।

"উপদেশ ও শিক্ষা"। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন প্রণীত। ৬০ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৷৷৵০ আনা। বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে ক্ষেত্র বাবু সুপরিচিত। শিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "উদ্দেশ্য—বালক বালিকাদিগকে সাংসারিক সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। যাহাতে কোন সম্প্রদায়ের কিছুমাত্র আপত্তি হইতে পারে এরূপ কথা লিখিত হয় নাই। প্রবন্ধগুলি যাহাতে সকলের পক্ষে রচনাদর্শস্বরূপ হইতে পারে যথাসাধ্য তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি।" পড়িয়া দেখিলাম গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ফলতঃ পুস্তকখানিতে সহজ সুললিত ভাষায় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের চরিত্রগঠনোপযোগী সৎশিক্ষার কথা সুন্দররূপেই লিখিত হইয়াছে। আমাদের মতে এই পুস্তকখানি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যস্বরূপ নির্ব্বাচিত হওয়ার সম্পূর্ণরূপ উপযুক্ত।

হিন্দুরঞ্জিকা, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭।

আমাদের সুযোগ্য বৃদ্ধ সহযোগী দৈনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের প্রণীত "উপদেশ ও শিক্ষা" দেখিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। গুপ্ত মহাশয় পুস্তকখানিকে ছাত্রবৃত্তি ও প্রবেশিকা উভয় পরীক্ষার উপযোগী করিয়া রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিগণের নিকট ইহা একখানি সুন্দর পুস্তক বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বিশেষতঃ যে সকল বিষয়ে মনুষ্যকে উন্নত, মহৎ, সৎ এবং প্রকৃত মনুষ্য নামের উপযুক্ত করিতে পারে গুপ্ত মহাশয় এই পুস্তকে তাহার সকল-গুলিরই আলোচনা করিয়াছেন।

প্রতীকার, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৯৭।

আমরা সমালোচনার জন্য শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত "উপদেশ ও শিক্ষা" নামক একখানি সুন্দর পুস্তক উপহার পাইয়াছি। আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনোক্ত উদ্দেশ্যগুলি যথাযথ সুব্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার সাহিত্যসমাজে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, অধুনা দৈনিকের সম্পাদক। সে কালের সংস্কৃত কলেজের একজন সুযোগ্য ছাত্র এবং শিক্ষা বিভাগেও সুপরিচিত, কাজেই তাঁহার মনোনীত প্রবন্ধগুলি অধুনাতন প্রবেশিকা ও মাইনর, ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার্থিগণের রচনা-শিক্ষা ও সদুপদেশ লাভ বিষয়ে অমূল্যরত্ন স্বরূপ হইয়াছে। পুস্তকখানি ৩১টি সুনির্বাচিত প্রবন্ধে, ১৪২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ছাপা ও কাগজ ভাল। পুস্তকের উপদেশগুলি কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের উপযোগী বলিলে গ্রন্থখানির অবমাননা করা হয়। ইহাতে প্রবীণ লোকের শিক্ষনীয় অনেক কথা অতি সহজ ভাষায় বিবৃত করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ভাবের গ্রন্থ অতি বিরল। সমালোচ্য পুস্তকের স্থানে স্থানে আমরা এতদূর প্রীতি লাভ করিয়াছি যে পুস্তকখানিকে আমরা ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ পুস্তক-গুলির সমশ্রেণীভুক্ত মনে করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। টেক্‌ষ্টবুক কমিটী পুস্তকখানি পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া বিশেষ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

বঙ্গবাসী—২৩এ অক্টোবর, ৭ই কার্ত্তিক। ১২৯৭।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্তের "উপদেশ ও শিক্ষা" নামক সুন্দর পুস্তক টেক্‌ষ্ট-বুক-কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছে, শুনিয়া আমরা তুষ্ট হইলাম। পুস্তক মধ্যছাত্রবৃত্তির পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগের

ডিরেক্টর ডাক্তার মার্টিনের উচিত, গ্রন্থখানির আলোচনা করিয়া দেখা। আমাদের বিশ্বাস, মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পক্ষে এরূপ সর্ব্বাংশে উপযুক্ত গ্রন্থ অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলি সকলেরই পক্ষে জ্ঞানপ্রদ। কোন বিষয়ে কাহারই আপত্তি করিবার যো নাই। অনেক দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে সেনগুপ্ত মহাশয় প্রবন্ধগুলির রচনা করিয়াছেন; এই জন্যেই ত রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রবেশিকার সংস্কৃতাদি-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য গ্রন্থের সুখ্যাতি করিয়াছেন; তুলনায় বেকনের কথা পর্য্যন্ত তুলিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, "উপদেশ ও শিক্ষার" প্রত্যেক প্রবন্ধই সদ্ভাবে পরিপূর্ণ। প্রবন্ধগুলি কেবল ভাষার গুণে নহে, রচনা-রীতি এবং সারবত্তার গুণেও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থই মধ্যছাত্রবৃত্তির পাঠ্য করা উচিত; কেননা, এইরূপ গ্রন্থকে আদর্শ করিলে, বালকেরা রচনাপটু-তারও শিক্ষা করিতে পারিবে। নামও ত গ্রন্থের এই জন্যেই "উপদেশ ও শিক্ষা"।

HINDOO PATRIOT, 30th September, 1897.

Upadesa-o-Siksha by Pandit Khetra Mohan Sen Gupta, Vidyaranta, is intended as a text-book for the first class of Middle-Vernacular Schools and has been approved of as such by the Central Text Book Committee. The merits of the book are many. The subjects treated of are well chosen and embrace a large field. They are moral, domestic and economical. Philosophical subjects also have not been neglected. The style is chaste and idiomatic and serves as a model to young learners. The essays are short but comprehensive and the treatment of them is at once interesting and instructive. Both in the choice of subjects and in the treatment thereof, the book is absolutely unsectarian and is a fit text-book for all classes of students. Loyalty is taught in the book not only as a moral but also as a religious duty. The book is handy and the get-up excellent, while the price is cheap. The author is an eminent Sanskrit and Bengali scholar and has been connected with Bengali literature for the last twenty years. The book has been well spoken of by eminent authorities and we trust that Dr. Martin will reward the author by making it a text-book for the candidates for the Middle-Vernacular Examination.

The book was also similarly praised in the *Indian Mirror* of the 30th September, 1897 and the *Amrita Bazar Patrika*, 16th October, 1897.

সূচিপত্র

উপদেশ ও শিক্ষা।

বিদ্যা ও শিক্ষা।

শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে সম্পূর্ণরূপেই অশিক্ষিত; ক্রমে ক্রমে তাহার সকল বিষয়ে শিক্ষা হয়। আজ শিশু হাসিতে শিখিল; কাল হাত ঘুরাইতে শিখিল; এক দিন মা বলিতে আর এক দিন বাবা বলিতে শিখিল; আর এক দিন হামা দিতে শিখিল; আর এক দিন হাঁটিতে শিখিল; এইরূপে ক্রমশঃ শিশুর শিক্ষা হইতে লাগিল। শিশু বালক হইল, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও বাড়িল; বালক যুবক হইল, শিক্ষা আরও বাড়িল।

যাহাকে যেমন শিখাইবে, সে সেইরূপ শিখিবে। কেবল মনুষ্যশিশু কেন, সকল জীবের শিশুকেই নানাপ্রকার শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে; শিক্ষা দেওয়া হইয়াও থাকে। কুকুরকে কতপ্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়; অশ্বও নানাপ্রকারে শিক্ষিত হইয়া থাকে। শুক পক্ষী কথা কহিতে শিখে; বানর অভিনয় করিতে শিখে; ভল্লূকও নৃত্য করিতে শিখে।

পুস্তক পড়িলেই জ্ঞান হয়, শিক্ষা হয়; অন্যথা হয় না; ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। রণজিৎসিংহ ক খ জানিতেন না; কিন্তু অনেক বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। নেপালের জঙ্গ বাহাদুর কখনও বর্ণ-পরিচয় করেন নাই; কিন্তু রাজনীতিশাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। পুস্তকপাঠে বিদ্যালাভের সুবিধা হয়; এই নিমিত্ত লোকে বাল্যাবধি পুস্তক-পাঠ করিয়া থাকে।

শিক্ষার দুই উপায়; আদর্শ এবং উপদেশ।

দুইটী উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে, কেবল উপদেশে বা কেবল আদর্শে নির্ভর করিলে চলিবে না। আদর্শের অভাব উপদেশে পূর্ণ করিতে হইবে; উপদেশ আদর্শের গুণে গভীরভাবে অঙ্কিত হইবে। কেবল উপদেশে শিক্ষা দিলে, জ্ঞানোপার্জ্জনে অসুবিধা ও বিলম্ব ঘটিয়া থাকে; এই নিমিত্ত উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ আবশ্যক।

অধ্যবসায় কাহাকে বলে, উপদেশে তাহার শিক্ষা দিয়া, একটী বিখ্যাত অধ্যবসায়ী মহাজনকে আদর্শরূপে সম্মুখে ধরিয়া দাও; বালকের জ্ঞানলাভ সহজেই হইবে। অধ্যবসায়শীল মানবের দৃষ্টান্ত না পাও, মধুমক্ষিকা ও পিপীলিকা প্রভৃতি সামান্য জীবের অসামান্য অধ্যবসায় আদর্শরূপে উপস্থিত কর; শিশুর শিক্ষাপথ সহজেই প্রশস্ত হইয়া পড়িবে। পিতৃভক্তি শিখাইবার সময় রামকে আদর্শ কর; ভ্রাতৃভক্তির সময় লক্ষ্মণকে লইয়া আইস। ইতিহাস এবং পুরাণে এইরূপ কত আদর্শ পাইবে।

প্রবৃত্তি চাই, বুদ্ধি চাই; তবে শিক্ষালাভের সুবিধা হইবে। বুদ্ধি সকলের সমান নহে সত্য; কিন্তু পরিচালনায় বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। ক্রমাগত ঘষিলে পাথরেও ধার হয়। প্রবৃত্তিই শিক্ষার প্রধান উপায়; শিক্ষার অভ্যাস থাকিলে, প্রবৃত্তি আপনাআপনিই বাড়ে; অনভ্যাসে প্রবৃত্তি আপনা-আপনিই কমিয়া যায়। শিক্ষায় যত প্রবৃত্তি বাড়িবে, জ্ঞানের পথ ততই প্রশস্ত হইবে; বুদ্ধিও সঙ্গে সঙ্গে ততই প্রখর হইবে।

শিক্ষা ও নীতি।

যাহার গুণে মানুষ এই সংসারে সদা সুপথে নীত হইয়া থাকেন, তাহাকে নীতি বলে। সুতরাং নীতি শিক্ষাব অঙ্গীভূত।

যে শিক্ষায় হৃদয়ের সুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত এবং কুপ্রবৃত্তি প্রশমিত হয়, তাহাই নীতিশিক্ষা। উপদেশ এবং আদর্শ—নীতিশিক্ষার দুই পথ। উপদেশে হৃদয়ে শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইবে; আদর্শে সেই অঙ্কুর পরিপুষ্ট হইবে। প্রথম পাঠে এ কথা বলিয়াছি।

বিকৃত এবং কুপথগামিনী নীতিকে লোকে কুনীতি বলিয়া থাকে; যে নীতি সদা মানবকে সুপথে রাখিয়া দেয়, তাহাকে লোকে সুনীতি কহে।

ধর্ম্মের সহিত নীতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ধর্ম্মপথে চলিতে পারিলেই নীতিশিক্ষার পক্ষে সুবিধা হয়। যাহাতে অধর্ম্ম এবং পাপ, তাহাতে কখনই নীতি-রক্ষা হইতে পারে না।

সকল ধর্ম্মেই সংসার-যাত্রার পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই পথে নিয়মিতরূপে বিচরণ করিতে পারিলেই, নীতিপথ প্রশস্ত থাকিবে। মহাজন-গণের আদেশ এবং উপদেশও সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা শিরোধার্য্য করা উচিত। আর মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, সেই পথে ভ্রমণ করাই নীতি-শিক্ষা ও নীতিরক্ষার প্রশস্ত উপায়।

মৃত ও জীবিত মহাজনদিগের আদর্শে পরি-চালিত হইতে পারিলে, কখনই নীতিপথ হইতে বিপথে যাইতে হয় না। শিশু এবং বালকদিগের পক্ষে জীবিত লোকের আদর্শই অধিক শিক্ষাপ্রদ। রামের কাছে পিতৃভক্তি শিক্ষা করা অপেক্ষা স্বীয় পিতৃভক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে শিক্ষা করা বাল-কের পক্ষে অধিক সহজ। লক্ষ্মণের নিকট

ভ্রাতৃভক্তি শিখা অপেক্ষা বালকের পক্ষে স্বীয় ভ্রাতৃবৎসল পিতা বা পিতৃব্যের কাছে শিখা অধিক সহজ।

পিতা মাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনের সৎকার্য্য দেখিলে শিশু ও বালকদিগের যেরূপ শিক্ষা হইতে পারে, পুস্তকের সহস্র আখ্যায়িকা বা লক্ষ উপদেশেও সেরূপ হইতে পারে না। বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শে যেরূপ নীতি উপার্জ্জিত হইতে পারে, তাঁহার লক্ষ উপদেশেও সেরূপ হইতে পারে না। উপদেশ ও আদেশের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের প্রয়োজন।

"সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।" বালকেরা যেরূপ দেখে সেইরূপ শিখে। সেই জন্যই ত বিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন; "যদি না পড়াস্ পো ত সভাতে থো।" সৎসঙ্গে থাকিতে পাইলে, মূর্খও নীতিরক্ষা করিয়া চলিবে; অসৎসঙ্গে পড়িলে পণ্ডিতও সদা দুর্নীতির পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া থাকিবেন।

আসক্তি—অভিনিবেশ।

প্রথমে অভিলাষ, পরে উদ্যোগ, শেষে সিদ্ধি। প্রবৃত্তি না হইলে কোন কার্য্যের উদ্যোগ হইবে না। সিদ্ধির চেষ্টাকে উদ্যোগ বলে। উদ্যোগের প্রধান অঙ্গ মনোযোগ। মন দিয়া সাধনচেষ্টা না করিলে কিছুতেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। সাধ্য বিষয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া না থাকিলে সিদ্ধি হইবে কিরূপে?

যিনি যে বিষয়ের সিদ্ধি করিতে চাহেন, তাঁহাকে সেই বিষয়ে সম্যক্‌রূপে অভিনিবিষ্ট হইতে হইবে। অধ্যয়নে অভিনিবেশ না হইলে ছাত্রের প্রকৃতরূপ শিক্ষালাভ হয় না। অধ্যাপনায় অভিনিবেশ না হইলে শিক্ষকও সম্যক্‌রূপে শিক্ষা দিতে পারিবেন না।

যাহার বিষয়বিশেষে মন অক্ষুণ্ণভাবে আকৃষ্ট ও আসক্ত হইয়া না থাকে, তাহাকে অনভিনিবিষ্ট বা অনাবিষ্ট বলা যায়। বুদ্ধিমান্ লোকেও, অনাবিষ্ট হইলে, শিক্ষালাভে সমর্থ হন না। বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিনিবেশ থাকিলে, তবে শিক্ষার সুবিধা হয়।

মন যাহাতে আলোচ্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে, বাল্যাবধি তাহার চেষ্টা ও অনুষ্ঠান করা উচিত; যিনি বাল্যাবধি চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করিতে না শিখিয়াছেন, তাঁহার চিত্ত কখনই অভিনিবিষ্ট হইতে পারিবে না। নিরন্তর অভ্যাসেই মনের অভিনিবেশশিক্ষা হইয়া থাকে।

অনেকে বিষয়বিশেষে অধিকক্ষণ চিন্তা করিতে পারেন না। একটু জটিল বিষয়ে চিন্তা করিতে হইলেই ইঁহাদিগের মন যেন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। আবার দেখিবে, অনেকে সাতিশয় দুরূহ বিষয়েও অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়া থাকিতে পারেন।

অনেক দিনের অভ্যাসে ইঁহাদিগের অভিনিবেশ-শক্তি বলবতী হইয়াছে। অভ্যাস দ্বারা অভিনিবেশশক্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিলে বাড়িতে পারে। অনেকেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সার আইজাক্ নিউটনের অসাধারণ অভিনিবেশ ছিল। তিনি যখন কোন বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইত। রাত্রে আহারদ্রব্য সম্মুখে পড়িয়া থাকিত; কিন্তু তিনি ঐকান্তিক চিন্তায় অনাহারে রাত্রি প্রভাত করিয়া দিতেন। এরূপ অসাধারণ অভিনিবেশশক্তি ছিল বলিয়াই নিউটন অসাধারণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন; জ্যোতির্ব্বিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্রের অসাধারণ উন্নতি করিয়া গিয়াছেন।

অর্জ্জুনের ন্যায় যোদ্ধা মহাভারতেও দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্জ্জুনের অসাধারণ অভিনিবেশশক্তি ছিল। তিনি যখন কোন বস্তুকে লক্ষ্য করিতেন, তখন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত

ভুলিয়া যাইতেন ; সুদূর লক্ষ্য তাই তিনি অনা-য়াসে বিদ্ধ করিতে পারিতেন। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রামনাথ এবং মথুরানাথের অভিনিবেশ-শক্তি অসাধারণ ছিল ; ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় ইঁহারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন ; আহার নিদ্রা ভুলিয়া থাকিতেন। প্রথমে অনাবিষ্ট থাকিয়া পরে অভ্যাসের গুণে আবিষ্ট হইয়াছেন, এরূপ লোকও অনেক দেখা যায়।

আলোচনা ও চর্চ্চা।

সম্যক্‌রূপে দর্শন করাকে আলোচনা কহে; পুনঃ পুনঃ চিন্তা করাকে চর্চ্চা কহে। কোন বিষয় ভাল করিয়া না দেখিলে, অর্থাৎ কোন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান না করিলে, তাহাতে সম্যক্ জ্ঞান জন্মে না। সকল পদার্থের সকল অংশে সম্যক্‌রূপে মনোযোগ না করিলে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান জন্মিবে কিরূপে? ভাসা ভাসা উপর উপর দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলে কোন বিষয়েই উচিতরূপ জ্ঞান হইবে না। যাঁহারা সকল বিষয়ই তলাইয়া দেখেন, তাঁহারাই জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। বাল্যাবধি সকলের সকল বিষয় তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করা উচিত। তলাইয়া না দেখিলে সর্ব্বদা ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে কোন কার্য্যেরই সিদ্ধি হয় না। যখন যে বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, তখন তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ করিতে হইবে। এইরূপ মনোযোগপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখাকেই আলোচনা বলে।

আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে চর্চ্চা করিতে হইবে। আলোচনা ও চর্চ্চার গুণেই আমাদের ভ্রমনিরসন ও জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে একটী বৃক্ষকাণ্ড রহিয়াছে। লোকে গাছের অধিকাংশ কাটিয়া লইয়া গিয়াছে; মূলভাগের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রহিয়াছে। স্থলটি অপরিচিত; সন্ধ্যার পর অন্ধকার হইয়াছে। তুমি যাইতে যাইতে দেখিলে, যেন মানুষের মত কে একজন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আলোচনা করিবার শক্তি ও অভ্যাস তোমার আছে। সন্দেহ করিলে;

"ওটা মানুষ না বৃক্ষকাণ্ড?"

মনোযোগপূর্ব্বক স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে

লাগিলে। দেখিলে পদার্থটা অচল; আর একটু সাবধানে অবলোকন করিয়া বুঝিলে, তাহার হস্ত নাই, মস্তক নাই। স্থির করিলে, না মানুষ নয়, একটা গাছের অংশ; তুমি অগ্রসর হইতে লাগিলে। আলোচনা করিলে বলিয়াই তুমি নিজের ভ্রম বিদূরিত করিতে পারিলে। যদি আলোচনা না করিতে, তাহা হইলে, হয়ত তোমাকে ভয়ে হতজ্ঞান হইয়া পড়িতে হইত। সকল বিষয়েই এইরূপ আলোচনা আবশ্যক।

পৃথিবীতে দেখিবার শুনিবার বিষয় অনেক। যাহা দেখিবে, তাহারই আলোচনা করিবে; যাহা শুনিবে, মনে মনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহারও আলোচনা করিবে। কোন্ পদার্থের কি ভাব, কিরূপ প্রকৃতি, কিরূপ বিকৃতি; আলোচনা-পূর্ব্বক সে সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিবে। কোন্ কার্য্যের কি কারণ, কোন্ দ্রব্য কি উপাদানে নির্ম্মিত, তাহাও ভাল করিয়া জানিতে চেষ্টা করিবে। তবে তোমার সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইবে।

আমাদিগকে পদে পদে বিচার করিয়া চলিতে হয়। বিনা বিচারে এক পদও অগ্রসর হইবার যো নাই। কি ভাল কি মন্দ, কিসে বিপদ্ কিসে সম্পদ্, কিসে পুণ্য কিসে পাপ, ইত্যাদি কত বিষয়েই যে, আমাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে চিন্তা চর্চ্চা বা বিচার করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। যিনি এইরূপ বিচার করিয়া চলেন, তিনিই সুবোধ ও বহুদর্শী।

যেটী যেরূপ বিষয়, তাহার সেইরূপ চর্চ্চা করিতে হইবে। জটিল এবং দুরূহ বিষয়ে অধিক চর্চ্চার প্রয়োজন, সহজ বিষয়ে অল্প চর্চ্চাই যথেষ্ট। যাহার একেবারে চর্চ্চা করিতে হয় না, এরূপ বিষয় নাই। আলোচনা ও চর্চ্চার গুণে মস্তিষ্ক সবল হয়, বুদ্ধি প্রখর হয়, স্মৃতিশক্তি সজীব হয়। আলোচনা ও চর্চ্চার অভাবে প্রখর বুদ্ধিও মলিন হইয়া পড়ে, সজীব স্মৃতিও নির্জীব হইয়া পড়ে, সবল মস্তিষ্কও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। চালনা ব্যতি-রেকে দেহ যেরূপ জড় হইয়া পড়ে, মনও সেইরূপ

জড় হইয়া যায়। বহিরিন্দ্রিয় হস্তপদাদির যেরূপ সদা চালনা আবশ্যক, অন্তরিন্দ্রিয় মনেরও সেইরূপ সদা চালনা আবশ্যক। আলোচনা ও চর্চ্চাই মনের চালনা। চালনার গুণে অনেক নির্ব্বোধ সুবোধ হইয়াছে; আবার চালনার অভাবে অনেক সুবোধও নির্ব্বোধ হইয়াছে।

জ্ঞান ও পরীক্ষা।

জ্ঞান নানাপ্রকার। ইন্দ্রিয়সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। দেখিলে বর্ণের জ্ঞান হয়, শুনিলে শব্দের জ্ঞান হয়, ঘ্রাণ করিলে গন্ধের জ্ঞান হয়, আস্বাদন করিলে রসের জ্ঞান হয়, স্পর্শ করিলে আকার ও গুরুত্বের জ্ঞান হয়। এই সকল জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে।

এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা দেখি নাই। উহাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না, কিন্তু উহাদেরও জ্ঞান হইতে পারে। গবয় নামে একপ্রকার পশু আছে, তাহা দেখি নাই; কিন্তু শিক্ষকের কাছে শুনিলাম, গবয় দেখিতে ঠিক গরুর মত; গবয়ের দেহ, লাঙ্গুল, পদ, মস্তক প্রভৃতি সমস্তই গরুর মত। যখনই এইরূপ শুনিলাম, তখনই বুঝিলাম, গবয় কিরূপ পদার্থ; তখনই আমার গবয়বিষয়ে জ্ঞান

জন্মিল। গরুর উপমা* দিয়া শিক্ষক মহাশয় আমাকে গবয়ের রূপ বুঝাইয়া দিলেন। এইরূপ জ্ঞানকে উপমিতি বা সাদৃশ্যজন্য জ্ঞান বলে।

কার্য্য দেখিলে অনেক সময়ে কারণের অনুমান হয়। ধূম দেখিলে অগ্নির অনুমান হয়, কথা শুনিলে কথকের অনুমান হয়, সুগন্ধ পাইলে পুষ্পাদির অনুমান হয়। এইরূপ যে জ্ঞান, তাহা অনুমানমূলক।

নিজে দেখি নাই, কোন বস্তুর সাদৃশ্যে বুঝিতে পারি নাই, কার্য্য দেখিয়া অনুমান করি নাই; শুদ্ধ শাস্ত্রের বা গুরুজনের উপদেশে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, এমন বিষয়ও অনেক আছে। এরূপ বিষয়ের জ্ঞানকে আপ্তবাক্যজন্য জ্ঞান বলা যায়। আপ্তজনের উপদেশে আমাদিগকে অনেক বিষয়ের অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়।

জ্ঞান পরীক্ষা করিয়া লওয়া আবশ্যক। সকল জ্ঞানের পরীক্ষা করা সহজ নহে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের পরীক্ষাই অপেক্ষাকৃত সহজ। বিজ্ঞানবলে প্রত্যক্ষ-

জ্ঞানের পরীক্ষা করিবার নানারূপ উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে; প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরীক্ষাও ক্রমেই সহজ হইয়া পড়িতেছে।

পরীক্ষা সকলে সকল সময়ে এবং সমানভাবে করেন না। কেহ বা সকল ঘটনারই মূলান্বেষণ করিয়া থাকেন, কেহ বা অধিকাংশ ঘটনাই কেবল দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া যান। লোষ্ট্র-ফলাদি দ্রব্য উপর হইতে পড়িতেছে, ইহা আদি-কাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছেন, সকলেই; কিন্তু কয় জন নিউটনের ন্যায় পতনকারণের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন?

কোন বিষয়ের পরীক্ষা করিতে হইলে অনেক দেখিতে শুনিতে হয়; অনেক তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হয়। যিনি যত দেখিবেন শুনিবেন, দেখিয়া শুনিয়া পরীক্ষা করিবেন; তিনি তত জ্ঞানোপার্জ্জন করিবেন। পরীক্ষায় যিনি যত অনু-রাগী, অভিজ্ঞতালাভে তিনি তত অধিকারী; সুতরাং তাঁহারই ভ্রমপ্রমাদ তত কম।

শক্তি ও ক্ষমতা।

তুমি যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে, বুঝিতে হইবে, সেই কার্য্যে তোমার শক্তি আছে; তুমি সেই কার্য্যের সম্পাদনে সক্ষম। শক্তি ও ক্ষমতা একই পদার্থ। আমি যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলাম না, সে কার্য্যে আমার শক্তি বা ক্ষমতা নাই। শক্তি থাকা না থাকা বলিলে এইরূপ বুঝিতে হয়। কিন্তু নানাকারণে শক্তি থাকিতেও কার্য্য সম্পন্ন করা যায় না। দশ ক্রোশ চলিবার শক্তি তোমার আছে, কিন্তু হঠাৎ তোমার পা মোচড়াইয়া গেল; তুমি চলিতে পারিলে না। দুই মণ ভার বহিবার ক্ষমতা তোমার আছে, কিন্তু হঠাৎ তোমার ঘাড়ে ফিক-বেদনা ধরিল; তুমি ভার-বহন

করিতে পারিলে না। তুমি চলিয়া যাইতেছ, কেহ আসিয়া তোমায় আটকাইল; তুমি শক্তি থাকিতেও গমনরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে না। তবেই দেখ, যেখানে কোনরূপ আগন্তুক বা আকস্মিক বাধা না ঘটিলেও কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে না, সেইখানেই বুঝিতে হইবে, তোমার শক্তি নাই; অন্যথা তোমার শক্তি আছে।

শক্তি বা ক্ষমতা দেহে যেরূপ আছে, মনেও সেইরূপ আছে। বরং মানসিক শক্তি দৈহিক শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; মানসিক শক্তি দৈহিক শক্তি অপেক্ষা বলবতী। মানুষ দৈহিক শক্তির সাহায্যে যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারেন, মানসিক শক্তির সাহায্যে অনায়াসে সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। তুমি হয়ত দৈহিক শক্তির সাহায্যে তিন মণ ভারের কোন দ্রব্য তুলিতে পারিবে না; কিন্তু কপি-কলে ত্রিশ মণ দ্রব্যটাও অনায়াসে শূন্যে তুলিতে পারিবে।

বাষ্পীয় যানের সাহায্যে এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছ; তাড়িতের সাহায্যে এক বৎসরের পথ হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে সংবাদ আনিতেছ; পক্ষহীন হইয়াও ব্যোমযানের সাহায্যে আকাশে বেড়াইতেছ।

মানসিকশক্তিসাহায্যে যে সকল বিস্ময়কর অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব কার্য্য সাধিত হইতেছে, তৎসমস্তের চিন্তা করিলে, শরীর স্তম্ভিত হইয়া উঠিবে; মানসিক শক্তি যে, দৈহিক শক্তি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

যাঁহার দৈহিক ও মানসিক দুই শক্তিই প্রচুর আছে, তিনিই সংসারে সমধিক ভাগ্যবান্। মানসিক ও দৈহিক শক্তির একত্র সমাবেশ হইলে, ঠিক যেন মণিকাঞ্চনযোগ ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু এই দ্বিবিধা শক্তির সঙ্গে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি না থাকিলে বড়ই বিপদ্—সংসারের ও সমাজের ঘোর অমঙ্গল। বলবান্ বুদ্ধিমান্ ও পার্থিবজ্ঞানে জ্ঞানবান্ লোকে যদি ধর্ম্মহীন নীতিহীন হয়,

তবে সে দানব রাক্ষস অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। অত-এব ধর্ম্ম ও নীতিই সকলের শ্রেষ্ঠ। আর বস্তুতঃ যে জ্ঞানে ধর্ম্মের প্রাধান্য নাই, সে জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে। অতএব, দৈহিক ও মানসিক শক্তির উপর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যাহাতে আধিপত্য করিতে পারে, বাল্যাবধি সেইরূপেই শিক্ষিত হওয়া উচিত। শক্তির সঙ্গে ধর্ম্ম, যেন নির্ম্মল শারদাকাশে মনোহর পূর্ণচন্দ্র।

প্রতিভা।

প্রখর উপস্থিতবুদ্ধিকে প্রতিভা বলে। কার্য্য দেখিয়া কারণ স্থির করিবার শক্তি সকল লোকেরই আছে, কিন্তু সমান পরিমাণে নাই। কাহারও কারণনির্দ্দেশে প্রায়ই ভ্রম হয় না, কাহারও বা প্রায়ই ভ্রম হইয়া থাকে। যিনি কার্য্য দেখিলেই কারণ স্থির করিতে পারেন, অথচ ভ্রমে পতিত হন না, বুঝিতে হইবে, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি আছে। সেই অসাধারণ উপস্থিত-বুদ্ধিই প্রতিভা।

কার্য্য দেখিয়া সকলে সমানভাবে কারণ-নির্দ্দেশে সমর্থ হন না। গাছের ফল পৃথিবীতে পড়িয়া যায়; ঢিল ছুড়িলে আবার মাটিতেই আসে; মেঘের বারিবিন্দু বহুদূর হইতে পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। ইহা দেখিলে, তোমরা এখন

সহজেই বুঝিয়া থাক, পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি আছে। আমাদের দেশের ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া গিয়াছেন, "গুরুত্বাৎ পতনং ;" লোষ্ট্রফলাদির গুরুত্ব অর্থাৎ ভার আছে, তাই লোষ্ট্রফলাদি পড়িয়া যায়।

বৃটিশ জ্যোতির্ব্বিৎ সার আইজাক্ নিউটন আর এক পদ অগ্রসর হইলেন। তিনি বলিলেন, "গুরুত্ব কারণ নহে ; গুরুত্বও কার্য্য।" কেন ফল গুরু? নিউটনের মনে কারণের উদয় হইল। বুঝিলেন, পৃথিবী ফলাদিকে টানিয়া লয়। যে শক্তির সাহায্যে পৃথিবী টানিয়া লয়, তাহাই পতনের কারণ। ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি স্থির করিয়াছিলেন, "গুরুত্ব জন্যই পতন।" তাঁহারাও সাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন নাই। আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের পূর্ব্বে আর কেহই এরূপ গবেষণার পরিচয় দেন নাই। "ফল পড়ে ত পড়ে, ঢিল পড়ে ত পড়ে," পূর্ব্বে সকলেই এ বিষয়ে বড় জোর এইরূপই চিন্তা করিয়াছিলেন।

যিনি প্রথমে স্থির করিলেন, "গুরুত্বই পতনের কারণ," তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিলেন। আবার যিনি স্থির করিলেন, পৃথিবীর আকর্ষণই গুরুত্বের—অতএব পতনেরও কারণ, তিনিও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিলেন।

নবদ্বীপের বালক রঘুনাথ একদা গুরু মহাশয়ের জন্য আগুন আনিতে যান। সঙ্গে পাত্র নাই, পাচিকা আত্মীয়ার কাছে আগুন চাহিলেন; তিনি উপহাস করিয়া এক হাতা গন্‌গনে আগুন লইয়া রঘুনাথকে বলিলেন, "নে ধর এই আগুন দিতেছি।" হাতে বা নিকটে কোনরূপ পাত্র নাই, আগুন কিরূপে লইয়া যাওয়া হইবে? তুমি আমি হইলে, গুরুমহাশয়ের কাছে পাত্র আনিতে যাইতাম; কিন্তু রঘুনাথ তোমার আমার মত ছিলেন না; তিনি অসাধারণ প্রতিভা লইয়া সংসারে আসিয়াছিলেন। দেখিলেন, ঘরের কোণে কতকগুলা ধূলি জড় করা রহিয়াছে। যেমন দেখা, অমনই কর্ত্তব্যের স্থিরতা। ও দিকে

আত্মীয়া যেমন হাতাশুদ্ধ গন্‌গনে আগুন আনিয়া সম্মুখে ধরিলেন, এদিকে অমনই রঘুনাথও, দুই হাত ঐ ধূলিতে পূর্ণ করিয়া, আগুন চাহিয়া লই-লেন। প্রবীণা পাচিকা বুদ্ধি দেখিয়া অবাক্! তোমার আমার শুনিলেও অবাক্ হইতে হয় না কি?

শ্রম ও বিশ্রাম।

শ্রম জীবের নিত্য ধর্ম্ম। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া চাঞ্চল্যপ্রকাশ করে; হাত পা নাড়িতে থাকে; ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেও মাতৃগর্ভে নড়িতে চড়িতে থাকে। শিশু যতই বড় হয়, ততই চঞ্চল হয়; তাহাকে স্থির করিয়া রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

আলস্য দোষের, বিশ্রাম দোষের নহে। দিন রাত্রি কেহই সমান পরিশ্রম করিতে পারে না। যেমন, পরিশ্রম না করিলে শরীরে ব্যাধি জন্মে, সেইরূপ সারাদিন সমান পরিশ্রম করিলেও শরীর রুগ্ন ভগ্ন হইয়া পড়ে। শ্রম ও বিশ্রাম দুইই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে সমান আবশ্যক।

বয়সের তারতম্য অনুসারে শ্রমশীলতারও তারতম্য হইয়া থাকে। বাল্যে ও যৌবনে জীব

যেরূপ শ্রমশীল থাকে, প্রৌঢ়বয়সে ও বার্দ্ধক্যে সেরূপ শ্রমশীল থাকে না।

মানুষকে দৈহিক ও মানসিক দ্বিবিধ শ্রমের কার্য্য করিতে হয়। সকল কার্য্যেই দেহ ও মনের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু কোন কোন কার্য্যে দেহকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, কোন কোন কার্য্যে মনকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়।

তুমি যখন ব্যায়াম কর, তখন তোমার দেহ অধিক কার্য্য করে; যখন তুমি অধ্যয়ন কর, তখন তোমার মন অধিক পরিশ্রম করে। যাঁহারা লেখা পড়ার কাজ করেন, তাঁহাদিগের মনকে অধিক খাটিতে হয়; যাহারা মজুরী করে, তাহাদিগের দেহকে অধিক খাটিতে হয়।

কি দৈহিক, কি মানসিক, কোন প্রকার পরিশ্রমই সর্ব্বদা ও অতিরিক্ত মাত্রায় করা উচিত নহে; করা স্বাভাবিকও নহে। সারাদিন কেহ দেহ মনকে খাটাইতে পারে না। তুমি সমান বেগে কখনই অধিকক্ষণ দৌড়িতে পারিবে না,

আবার সমান মনোযোগসহকারেও অধিকক্ষণ কোন জটিল বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিবে না। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক দ্বিবিধ শ্রমেরই পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায়। অভ্যাসে কি না হয়!

তুমি আমি এক ঘণ্টা কালও কুদাল পাড়িতে পারিব না; কিন্তু তোমার বাড়ীর রামা কৃষাণ নয় ঘণ্টা কাল কুদাল পাড়িয়াও ক্লান্ত হইবে না। রামা বাল্যাবধি কুদাল পাড়া অভ্যাস করিয়াছে। সেও প্রথমে এক ঘণ্টার অধিক কুদাল পাড়িতে পারিত না, কিন্তু অভ্যাসের গুণে এখন নয় ঘণ্টারও অধিক কাল কুদাল পাড়িতে পারে। আবার দেখ, তুমি যখন বর্ণপরিচয় পড়িতে আরম্ভ কর, তখন এক ঘণ্টাও পড়িতে পারিতে না। এখন অভ্যাসগুণে সেই তুমিই আট নয় ঘণ্টা দুরূহ জ্যামিতিশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছ। অভ্যাসে সবই হয়। এই জন্যই বলা হয়, "অভ্যাস স্বভাবের সহোদর।"

শ্রমে সুখ আছে। যে ব্যক্তি জড়ভরতের ন্যায় অলসভাবে কালযাপন করে, তাহার মনে সদাই অসুখ। প্রকৃতি আমাদিগকে পরিশ্রমে প্রণোদিত করিতেছেন, আমরা জন্মিয়াছি পরিশ্রম করিবার জন্য। প্রকৃতির আদেশ অমান্য করিয়া অলসভাবে কালযাপন করিলে, আমরা সুখী হইব কিরূপে ?

অধিক শ্রম, অল্প শ্রম এবং অশ্রম বা বিশ্রাম, এই ত্রিবিধ অবস্থার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রতিদিন প্রত্যেক লোককে কিয়ৎকাল অধিক শ্রমে, কিয়ৎকাল অল্প শ্রমে এবং কিয়ৎকাল বিশ্রামে কাটাইতে হইবে। কাহার পক্ষে কত সময় কোন্ অবস্থায় কাটান আবশ্যক, তাহা স্থির করা কঠিন। ব্যক্তি বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহার যেরূপ অভ্যাস, যেরূপ প্রকৃতি, যেরূপ স্বাস্থ্য, তাহার পক্ষে সেইরূপ ব্যবস্থা। এক জনের পক্ষে দুই ঘণ্টার অতিশ্রমই যথেষ্ট, আর এক জনের পক্ষে চারি ঘণ্টাও অধিক

নহে। দৈহিক ও মানসিক দ্বিবিধ শ্রমেই এইরূপ ব্যবস্থা।

দেহের বিশ্রাম সহজেই হয়। অতিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে দেহ আপনিই বিশ্রামের জন্য লালায়িত হয়। তখন বিশ্রাম না করিলে আর কিছুতেই চলে না। মানসিক বিশ্রাম কিন্তু সকল সময়ে আমাদের আয়ত্ত নহে; আমরা ইচ্ছা করিলেই সকল সময়ে মনকে বিশ্রান্ত করিতে পারি না। দেহ বিশ্রান্ত হইলেও, মন অবিশ্রান্তরূপে কাজ করিয়া থাকে।

দেহের ন্যায় মনেরও বিশ্রাম চাই। বিনা নিদ্রায় মনের সম্যক্ বিশ্রাম হয় না। কঠোর বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা হইতে তুমি ইচ্ছামত মনকে ক্ষান্ত করিতে পার, কিন্তু দুশ্চিন্তা বা বৃথা চিন্তার স্রোত হইতে মনকে সহসা নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। এ পক্ষেও শিক্ষা ও অভ্যাসের উপর অনেকটা নির্ভর করে।

যাহাতে মনও দেহের ন্যায় মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিতে পারে, তাহার উপায় করা উচিত।

এই জন্যই নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের আবশ্যকতা। ধর্ম্মচিন্তায় ঈশ্বরচিন্তায় ক্লেশ নাই; সুখ যথেষ্ট। কিন্তু সেরূপ চিন্তারও সকলকে অভ্যাস করিতে হয়।

অভিজ্ঞতা।

যিনি চারিদিকে দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনিই অভিজ্ঞ। অনেক দেখিলে শুনিলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অভিজ্ঞতা বলে। অভিজ্ঞতা ভূয়োদর্শনের ফল। যিনি অনেক দেখিয়াছেন, অনেক শুনিয়াছেন, অনেক পড়িয়াছেন, তিনিই অধিক অভিজ্ঞতালাভ করিতে পারিয়াছেন।

অভিজ্ঞতালাভ করিতে হইলে, বর্ত্তমান এবং অতীত উভয় কালের ঘটনায় এবং লোকচরিত্রে নির্ভর করিতে হইবে। বর্ত্তমান কালের সকল ঘটনায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; দেশ কাল ও পাত্র, সকল দিকেই মনোযোগ রাখিতে হইবে; চক্ষু চাহিয়া চলিতে হইবে। যিনি সংসারে চক্ষু বুজিয়া বিচরণ করিবেন, তিনি অভিজ্ঞতালাভ করিতে পারিবেন না। অতীত ঘটনার জন্য

ইতিহাসে নির্ভর করিতে হইবে। পূর্ব্বকালে যেরূপ সময়ে যেরূপ কারণে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, বর্ত্তমান কালেও সেইরূপ সময়ে সেইরূপ কারণে সেইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। সুতরাং অতীতের সাহায্যে বর্ত্তমান বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতালাভ করিতে পারা যায়।

শিক্ষা ও অভ্যাসের তারতম্য অনুসারে ভূয়োদর্শন এবং অভিজ্ঞতার তারতম্য হইয়া থাকে। সকলে সকল বিষয়ে সমান অভিজ্ঞতালাভ করিতে পারে না। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, দর্শনশ্রবণাদির প্রখরতা, অনুমানসাদৃশ্যাদিমূলক জ্ঞানের সদ্ভাব, নানাস্থানে পর্য্যটন প্রভৃতি অভিজ্ঞতালাভের অনেক উপায় আছে। যাঁহার ভাগ্যে অধিক উপায়ের সমাগম হইবে, তিনিই অধিক অভিজ্ঞতালাভ করিতে পারিবেন।

স্বদেশীয় বিদেশীয় ইতিহাসাদির আলোচনা করিলে অভিজ্ঞতালাভের সুবিধা হইবে। বর্ত্তমান ঘটনায় অভিজ্ঞতালাভ করিতে হইলে, স্বদে-

শের বিদেশের প্রাকৃতিক ভৌগোলিক সামাজিক রাজনীতিক প্রভৃতি বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। গ্রন্থপাঠে অনেক সাহায্য হইবে, কিন্তু কেবল গ্রন্থপাঠে সকল জ্ঞানের লাভ করিতে পারিবে না, জ্ঞানলাভের জন্য দেশভ্রমণও আবশ্যক।

স্বদেশের সকল স্থানের পরিদর্শন করা অগ্রে কর্ত্তব্য। যিনি কেবল স্বগ্রামেই আবদ্ধ থাকেন, তিনি একপ্রকার কূপমণ্ডুক। নিজের গ্রাম দেখিয়া নিজের জেলাটা দেখিতে হইবে। নিজের দেশটার চারিদিক্ দেখিতে পারিলে ভাল হয়। নিজের দেশ ভাল করিয়া না দেখিয়া অন্য দেশ দেখিতে যাওয়ায় লাভ নাই।

দেশ জেলা বা নগর উপনগরে শুদ্ধ ঘুরিয়া বেড়াইলে দেশভ্রমণের ফল পাওয়া যায় না। যে স্থানে যাইবে, তোমাকে সেই স্থানের সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন্ স্থানের নদী নির্ঝর পাহাড় পর্ব্বত কিরূপ; কোন্ স্থানের লোকের

স্বভাব চরিত্র, রীতি নীতি কিরূপ; কোন্ স্থানের লোকের শিক্ষা দীক্ষা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কাজকর্ম্ম, কিরূপ; কোন্ স্থানের লোক কিরূপ ব্যবসায় বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া চলে; কোথায় কি প্রকার ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা; কোথায় কোন্ প্রকার ব্যবসায় বাণিজ্যে বা শিল্পকার্য্যে কিরূপ ক্ষতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা; এইরূপ বা অন্যরূপ অনেক বিষয়েই দৃষ্টি রাখিতে হইবে, পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। তবে দেশভ্রমণজন্য ফললাভ হইবে; তবে অভিজ্ঞতালাভে সুবিধা হইবে।

অভিজ্ঞতা বিনা কোন কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। যাহার যে কার্য্যে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাকে সেই কার্য্যে অভিজ্ঞতালাভ করিতেই হইবে। যাহার স্বকার্য্যে অভিজ্ঞতা নাই, তাহাকে আনাড়ী বলে; যাহার সংসারে সমাজে অভিজ্ঞতা নাই, তাহাকে বলে নির্ব্বোধ স্থূলদর্শী।

সাধনা ও সিদ্ধি।

সাধনা বিনা সিদ্ধি হয় না। বাসনা ও চেষ্টা, সিদ্ধির এই দুইটী প্রধান সোপান। চেষ্টাকে সিদ্ধিতে পরিণত করিতে হইলে, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক। সকলের মূলে কিন্তু আত্ম-নির্ভর। যিনি নিজের উপর নির্ভর না করিয়া সকল কার্য্যেই পরকীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহার সিদ্ধি কোন কালেই হইবে না।

সাধনার পথ বড়ই বন্ধুর, বড়ই দুর্গম। সমতল ক্ষেত্রে সকলেই বিচরণ করিতে পারেন, পর্ব্বতে সকলে উঠিতে পারেন না; গুরুতর কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করাই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু গুরুতর কার্য্যে সিদ্ধিলাভ না হইলে, সংসারের তাদৃশ উপ-কার সাধিতে পারা যায় না। যাঁহারা দুঃসাধ্য-সাধন করিতে পারেন, তাঁহারাই মহাপুরুষ। দশ

জনে যে পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, সকলেই সে পথে যাইতে পারেন। তাহাতে পুরুষত্ব নাই, নূতন পথ প্রস্তুত করিতে পারিলেই পুরুষত্ব। কিন্তু নূতন পথ প্রস্তুত করিবার শক্তি অল্প লোকেরই দেখা যায়। যিনি পুরাতন পথে উন্নতি করিতে পারেন, তিনিও প্রশংসার যোগ্য।

সংসারবন কণ্টকময়। এ বনে পথের পত্তন করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না; সকলে ত আর মহাপুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। কিন্তু যাহাতে পুরাতন পথের সংস্কার করিতে পারা যায়, তাহার পক্ষে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। কেন না, সে কার্য্য তত দুরূহ নহে। পুরাতন পথে যাঁহারা কোন উন্নতি করিতে না পারেন, অথচ অবাধে অস্খলিতপদে সেই পথে চলিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারাও নিন্দনীয় নহেন। যাহারা পুরাতন পথেও পদে পদে পতিত হয়— পথ ছাড়িয়া কণ্টকে গিয়া পড়ে, সেই সকল হত-ভাগ্যই নিন্দনীয়।

যাঁহারা নূতন পথে যাইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে নূতন নূতন উপায়ের আবিষ্কার করিতে হইবে। ইহাকেই উদ্ভাবনা বলে। অভাব উপস্থিত হইলে উপায়ের উদ্ভাবনা হয় বটে, কিন্তু সে সুখ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। অনেককেই পথহারা হইয়া বিপদে পড়িতে হয়। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্, তাঁহারা পথ না পাইলে ফিরিয়া আসেন; যাহারা নির্ব্বোধ তাহারাই কণ্টকপথে বা বিবরে গহ্বরে পড়িয়া মরে।

বাসনা হইলেই, সিদ্ধির পথে যাইতে নাই। সিদ্ধির পথটা সুগম কি দুর্গম—পথে অগ্রসর হওয়া সাধ্য কি অসাধ্য, প্রথমে ধীরভাবে তাহার আলোচনা করা উচিত। আলোচনায় যদি স্থির হয়, সাধ্য; তবে অগ্রসর হইবে; নতুবা প্রত্যাবৃত্ত হইবে। এইরূপে অগ্রসর হওয়াকেই বিমৃশ্যকারিতা কহে। বিমৃশ্যকারীই সহজে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। অবিমৃশ্যকারীর সাধনা ফলবতী হয় না, সিদ্ধিলাভে বাধা পড়ে; পরন্তু বিড়-

স্বনারও একশেষ হইয়া থাকে। যে সাঁতার জানে না, সে তরী বিনা নদী পার হইবে কিরূপে? তাহাকে ত ডুবিয়াই মরিতে হইবে।

যাহা একেবারে অসাধ্য তাহার সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। যাহা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য—যাহার সাধনা দুরূহ, সিদ্ধিলাভও সহজ নহে, তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে, দোষ নাই; বরং প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সকল কার্য্যেই যে, সিদ্ধিলাভ হইবে, তাহার কোন কথা নাই। কিন্তু দুঃসাধ্যের সিদ্ধি করিতে পারিলেই মহত্ত্ব। যাহা সুসাধ্য, তাহার সিদ্ধিপক্ষে সাধনা করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য; না করিলে প্রত্যবায় আছে। কিন্তু মূলে সাধুতা না থাকিলে, কোন সাধনায় সুফল হইবে না; অসাধু বাসনায় সিদ্ধিলাভ না হইলেই মঙ্গল, যাহার সিদ্ধি তাহার পক্ষে মঙ্গল, সমাজের পক্ষেও মঙ্গল।

অভাব ও অর্জ্জন।

সকলকেই অভাবের পূরণ করিতে হয়; কিন্তু সকলের অভাব সমান নহে। ইতর জীব আহার পাইলেই সন্তুষ্ট, বসবাসের বিবর বা কুলায় পাইলেই পরিতৃপ্ত। অসভ্য মানবের অভাব আকাঙ্ক্ষা ইতর জীবের অপেক্ষা কিছু অধিক; আহার বিহারে পশুবৎ ব্যবহার হইলেও, তাহাকে অনেক সময়ে বৃক্ষবল্কলে বসনের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়; গিরিগুহায় বৃক্ষপত্রাদির আবরণ ও আস্তরণ দিতে হয়। সভ্য মানবের অভাব আকাঙ্ক্ষা বড় অধিক। আহারে নানাবিধ ব্যবস্থা; আচ্ছাদনে নানাবিধ আয়োজন; আবাসে নানাবিধ বন্দোবস্ত। পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দের ইচ্ছা যত বলবতী হয়, মানবের অভাব আকাঙ্ক্ষাও তত বাড়িয়া উঠে। অভাবের মোচন এবং আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির

জন্যই মানবকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। অভাব শুদ্ধ নিজের নহে; পিতা মাতা, পুত্র কলত্র, আত্মীয় স্বজন, সকলেরই অভাব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য মানবকে বিব্রত থাকিতে হয়।

অভাব আকাঙ্ক্ষার পূরণার্থ বিবিধ দ্রব্যজাতের সংগ্রহ করিতে হয়। উদর-তৃপ্তির জন্য নানাবিধ খাদ্য পানীয়ের প্রয়োজন; খাদ্য পানীয়ের জন্য নানাবিধ শস্যাদির প্রয়োজন। অঙ্গ-রক্ষার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন; বস্ত্রের জন্য তুলা ঊর্ণা প্রভৃতির প্রয়োজন। বাসের জন্য গৃহের প্রয়োজন; গৃহের জন্য ইষ্টকাদি বিবিধ উপাদানের প্রয়োজন। আবার সুবিধা সৌকর্য্য, সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য যানবাহন প্রভৃতি অসংখ্য দ্রব্যেরও প্রয়োজন। রোগের সময়ে নানাবিধ ঔষধ পথ্যের প্রয়োজন। নানাবিধ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন; অস্ত্র শস্ত্রের জন্য লৌহাদি ধাতুর প্রয়োজন; পানপাত্র ভোজনপাত্র প্রভৃতির জন্য তাম্রাদির প্রয়োজন।

কিন্তু সকল দ্রব্যের উৎপাদন বা সংগ্রহ করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ভিন্ন ভিন্ন লোককে এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-ভার লইতে হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় মূল দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে, কোন সম্প্রদায় শিল্পবিদ্যা-সাহায্যে তাহাকে আমাদের প্রয়োজনোপযোগী করিতেছে; কোন সম্প্রদায় তাহার উপযোগিতা বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে। এই রূপেই প্রয়োজনসিদ্ধির পথ প্রশস্তীভূত হইতেছে।

যাঁহার যে দ্রব্যের অভাব, তাঁহাকে সেই দ্রব্যের সংগ্রহ করিতে হয়। এই সংগ্রহের নাম অর্জ্জন। সকল দ্রব্যের স্বয়ং অর্জ্জন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যিনি যে দ্রব্যের স্বয়ং অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি তাহাই অন্যকে দিয়া অন্যের নিকট অন্য দ্রব্যের গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাকেই বিনিময় বলে।

কিন্তু এরূপ বিনিময়ে অনেক অসুবিধা। অসভ্য মানবের অভাব অল্প; বিনিময়প্রথায়

তাহার অবাধে চলিতে পারে। সভ্য মানবের অভাব অনেক, অসংখ্য দ্রব্যের প্রয়োজন। দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য-সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে বড়ই অসুবিধাজনক ; অসাধ্য বলিলেও চলে।

সুতরাং যাহার বিনিময়ে সকলে সকল দ্রব্য পাইতে পারে, অথচ যাহা আয়তনে ক্ষুদ্র ও সুখ-বাহ্য, এরূপ দ্রব্যের প্রয়োজন। এরূপ দ্রব্যের নাম মুদ্রা। মুদ্রা অনেক কাল হইতে প্রচলিত রহি-য়াছে। স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র পিত্তল প্রভৃতি নানা-বিধ ধাতুদ্রব্যই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসি-তেছে ; চর্ম্মের মুদ্রারূপে ব্যবহারও নূতন নহে। আজ কাল নোটের প্রচলন বড়ই বাড়িতেছে।

যাহার বিনিময়ে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাই সেই দ্রব্যের মূল্য। দশ সের তণ্ডুলের বিনিময়ে তিন সের তৈল পাওয়া গেলে, ১০ সের তণ্ডুলই ৩ সের তৈলের মূল্য ; ৩ সের তৈল ও ১০ সের তণ্ডুলের মূল্য এক। এইরূপ বিনিময়ের কাজ এখন দ্রব্যে না হইয়া মুদ্রায় হইতেছে। এখন

দশ সের তণ্ডুলের মূল্য ১৲ টাকা বা একটী রৌপ্য মুদ্রা; ৩ সের তৈলের মূল্যও ঐ এক টাকা। মুদ্রার বিনিময়ে এইরূপ সকল দ্রব্যেরই সহজে সংগ্রহ হইয়া থাকে। এই সংগ্রহের নাম অর্জ্জন।

অভাব আকাঙ্ক্ষা সকলেরই আছে; তবে কাহারও অল্প, কাহারও অধিক। অভাব আকাঙ্ক্ষা সকলেরই বাড়িতে পারে; অনেকেরই বাড়িয়া উঠিতেছে। স্ব স্ব অভাবের মোচনজন্য প্রায় সকলকেই চেষ্টা পাইতে হয়; চেষ্টা পাওয়াও সকলের উচিত। নিজের অভাব নিজে পূর্ণ করিলে মনে যেরূপ আনন্দ হয়, সেরূপ আনন্দ আর কিছুতে হয় না। চিরকাল পরের গলগ্রহ হইয়া থাকার অপেক্ষা দুঃখ বিড়ম্বনা আর নাই। যাহাতে যৌবনকালে অভাব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা হয়, বাল্যকালে সকলের সেইরূপ শিক্ষালাভ করা উচিত। নহিলে যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে কষ্টভোগ করিতে হইবে।

আয় ব্যয়।

বাল্যে বিদ্যালাভ করিলে যৌবনে ধনোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত হয়। বিদ্যা নানাবিধ। সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যার নানা শাখা। যে বিদ্যা অর্থার্জ্জনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়, তাহাকে অর্থকরী বিদ্যা বলে। সংসারীর অর্থে প্রয়োজন, সুতরাং অর্থকরী বিদ্যায় অধিকারী হওয়া প্রত্যেক সংসারীর উচিত।

শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিদ্যার সাহায্যেই অর্থার্জ্জন হইয়া থাকে। কিন্তু বাণিজ্যেই ধনাগমের পথ শীঘ্র প্রশস্ত হয়। শিল্প বাণিজ্যের সহায়; যে দেশে শিল্প নাই, সে দেশের বাণিজ্যপথ সম্যক্‌রূপে প্রশস্ত হইতে পারে না। শিল্পের উন্নতিচেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কৃষিকার্য্যেও ধনাগম হয়; কিন্তু কেবল কৃষির উপর

নির্ভর করিলে দেশশুদ্ধ লোকের সুখে সংসার-যাত্রা চলিতে পারে না।

বাণিজ্য শিল্প কৃষি প্রভৃতি জীবিকানির্ব্বাহের স্বাধীন ও প্রশস্ত পথ যাহাতে সংকীর্ণ হইয়া না যায়, তাহার জন্য সকলেরই আন্তরিক চেষ্টা করা উচিত। বিজ্ঞান শিল্পের মূল। সুতরাং বিজ্ঞানেও সবিশেষরূপে মনোযোগী হওয়া উচিত।

অনেককে কোনরূপ ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত না হইয়া পরের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়। রাজার বা রাজ্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ধর্ম্মপথে অর্থার্জ্জন করায় দোষ নাই। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ-দিগের ভাগ্যে ধন মান যথেষ্ট ঘটিয়া থাকে। কিন্তু রাজকার্য্যে নিযুক্ত হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না; অন্যান্য লোকের কার্য্যেও অনেককে নিযুক্ত থাকিতে হয়। সৎপথে থাকিয়া আপনার সম্মানরক্ষাপূর্ব্বক পরের কাজ করিলে অখ্যাতি নাই। অধর্ম্মেই অপরাধ; ধর্ম্মপথে থাকিলে নিন্দা অখ্যাতি হইতে পারে না।

আয়ের অনেক পথ। যাঁহার যে পথে ইচ্ছা এবং যে পথে সুবিধা, তিনি সেই পথের অবলম্বন করিতে পারেন। সৎপথে ধনের অর্জ্জন করিয়া সৎকার্য্যেই তাহার ব্যয় করা উচিত। নিজের ও পরিবারবর্গের অভাবমোচন করিবার সময়ে পরের দুঃখ অভাবের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যিনি পরের দুঃখে কাতর না হন, তাঁহাকে সাধুসমাজে নিন্দাভাজন হইতে হয়। স্বার্থপরতা সাধুজনের সম্মত নহে। পরার্থপরতায় পুণ্য আছে। স্বগ্রামের—স্বদেশের সাহায্যার্থ অর্থের সদ্ব্যয় করা সকলেরই পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

সৎপথে আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত। যাহাতে সদ্ব্যয় করিয়াও আয়ের কিয়দংশ উদ্বৃত্ত রাখা যায়, তাহার জন্যও যথাসাধ্য যত্ন করা উচিত। সময় একরূপে যায় না। সংসারে থাকিতে হইলেই রোগ ব্যাধির অধীন হইতে হয়। জীবনের সকল অবস্থায় আয়ের পথ সমান প্রশস্ত রাখিতে পারা যায় না। অর্থার্জ্জনের সুবিধা থাকিলেও

সামর্থ্য সকল সময়ে থাকে না। সময়ে যাহার অর্জ্জন হইবে, তাহার কিয়দংশ অসময়ের নিমিত্ত রাখা উচিত। যিনি না রাখেন, তাঁহাকে প্রায়ই অসময়ে কষ্ট পাইতে হয়।

সকলেরই সঞ্চয় করা উচিত। কিন্তু, নিত্য ব্যয়ে একেবারে বদ্ধমুষ্টি হওয়াও উচিত নহে। যিনি নিজের, পরিবারবর্গের, অসহায় আত্মীয় স্বজনের অভাবমোচন না করিয়া, স্বদেশের স্বগ্রামের সাধারণ হিতে একেবারে উদাসীন হইয়া, অর্জ্জিত অর্থের কেবল সঞ্চয় করেন, তাঁহাকে কৃপণ কহে। কৃপণ হওয়া উচিত নহে।

কার্পণ্যে যেমন দোষ, অমিতব্যয়েও সেইরূপ দোষ। অমিতব্যয়ী লোক অসময়ের জন্য সঞ্চয় করিতে পারে না, পরন্তু ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়ে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সদাই অসুখ। যাঁহার ঋণজাল ছিন্ন করিবার শক্তি নাই, তাঁহার পক্ষে ঋণ করা অতীব অন্যায়। বিপদে আপদে সময়ে সময়ে ঋণ করিলে দোষ নাই; কিন্তু যিনি সেই

ঋণের পরিশোধ করিতে একেবারেই অসমর্থ, তাঁহার পক্ষে ঋণ করা অতীব গর্হিত। তাঁহার ঋণসিদ্ধ সাধুকার্য্যও প্রশংসনীয় নহে; সেরূপ সাধু কার্য্যকে অসাধু কার্য্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। যে ব্যক্তি নিজের অসামর্থ্য বুঝিয়াও ঋণ করিয়া থাকে, তাহাকে পরস্বাপহরণরূপ মহাপাপে পাপী হইতে হয়।

পরার্থপরতা।

পরোপকারে যাঁহার আগ্রহ নাই, তাঁহাকে কখনই মহাশয় লোক বলা যাইতে পারে না। কেবল নিজের ও স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণ করিলে মনুষ্যত্বলাভ হয় না; পশুরাও এরূপ ভরণপোষণে সমর্থ। সহানুভূতি, দয়া, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সদ্বৃত্তির গুণেই মনুষ্য জীবমধ্যে শ্রেষ্ঠতালাভ করিয়াছেন। যাঁহার হৃদয়ে এই সকল সদ্বৃত্তির আধিপত্য আছে, তিনিই মনুষ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠতালাভ করিতে পারেন।

পরের দুঃখ দেখিলে, মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ বিচলিত হয়। বাল্যাবধি পরিচালনা করিয়া এই সদ্বৃত্তিকে প্রবল করা উচিত।

যাঁহার হৃদয়ে দয়া আছে, যিনি পরদুঃখে

কাতর হন, পরোপকারে তাঁহার স্বতই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যাঁহার হৃদয়ে উপচিকীর্ষা বলবতী, দানশীলতাও তাঁহার স্বাভাবিক।

পরোপকারের অবসর উপস্থিত হইলে, কখনই উদাসীন থাকা উচিত নহে। পরের কষ্টে যথা-সাধ্য প্রতিকারচেষ্টা না করিলে, মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্যরক্ষায় বাধা পড়িবে। অর্থেই হউক আর সামর্থ্যেই হউক, যথাসাধ্য পরের উপকার না করিলে, দোষভাজন হইতে হয়। দয়াধর্ম্মের পালন করা অবশ্যকর্ত্তব্য, নির্দ্দয় লোক পশুর সমান। সকল জীবের প্রতিই দয়া করা উচিত। মনুষ্যের ন্যায় অন্যান্য জীবও আমাদের দয়ার পাত্র।

যিনি তোমার উপকার করিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যুপকার করা তোমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অকৃত-জ্ঞতা মহাপাপ। উপকারীর প্রত্যুপকার না করিলে মহাপাপ, কিন্তু প্রত্যুপকার করিলে তত প্রশংসা নাই। যে কার্য্য তুমি করিতে বাধ্য, তাহার সাধনে আর প্রশংসা কি? যে ব্যক্তি

কোন কালে তোমার উপকার করে নাই, তাহার উপকার করাই তোমার পক্ষে মহত্ত্ব।

সকলেই নিজের বা আত্মীয় স্বজনের হিত-চেষ্টা করিয়া থাকে, সাধারণের হিতচেষ্টা সকলে করে না। সাধারণের হিতচেষ্টা করাকেই পরার্থ-পরতা বলে। যিনি পরার্থপর তিনি পুণ্যশ্লোক। যে ব্যক্তি স্বার্থের জন্য পরের অনিষ্ট করে, সে পশুর অধম। যে কেবল স্বার্থে মত্ত থাকে, পরোপকারে মন দেয় না, সেও নিন্দনীয়। যিনি নিজের স্বার্থরক্ষা করিয়া পরের উপকার করেন, তিনিই সাধুসমাজে সুখ্যাতিভাজন। যিনি নিজের স্বার্থে আঘাত করিয়াও পরের মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, তাঁহার মত পুণ্যবান্ আর নাই। এরূপ দেবপ্রকৃতি পুরুষের সর্ব্বদাই পূজা করা উচিত।

পরোপচিকীর্ষা বা পরার্থপরতার যাহাতে ক্রমেই পুষ্টি এবং স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার চেষ্টা সক-লেরই করা উচিত। শৈশবাবধি সন্তানদিগকে এইরূপে শিক্ষিত করা কর্ত্তব্য। বাড়ীতে অতিথি

ভিক্ষুক আসিলে, তাহাদিগের সাহায্য করা উচিত। পথে অন্ধ খঞ্জ দেখিলে, তাহাদিগকেও কিছু কিছু দান করা উচিত। অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান, আর্ত্ত ব্যক্তিকে ঔষধপথ্য-প্রদান, এসমস্তই পরার্থপরতার কার্য্য। অতিথিশালা সদাব্রত প্রভৃতিও মহাপুণ্যের অনুষ্ঠান। আবার গ্রামে নগরে চিকিৎসালয় দানশালা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করা উচিত। সরোবর-প্রতিষ্ঠা, রথ্যা-সংস্কার, বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সাধারণ সার্ব্বজনিক হিতানুষ্ঠানে যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষার সুফল।

যে বিদ্যায় কেবল মানসিক উন্নতি হয়, নৈতিক উন্নতি হয় না; সে বিদ্যা প্রকৃত বিদ্যা নহে। চিত্তশুদ্ধিই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। মনকে সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ও মন হইতে অসদ্‌গুণসমূহ দূরীভূত করাকে চিত্তশুদ্ধি করা বলে। ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদির আলোচনা করিলে, চিত্তশুদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়; বিদ্যালাভ করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রাদিচর্চ্চার সুবিধা হয়; এই জন্যই বিদ্যার এত আদর। যিনি কেবল অর্থার্জ্জনের জন্য বিদ্যালাভ করেন, তাঁহার উদ্দেশ্য তাদৃশ প্রশংসনীয় নহে। ঐহিক সুখের জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে; কিন্তু অর্থ ঐহিক সুখের একমাত্র উপাদান নহে। ঐহিক সুখের মুখ্য উপাদান চিত্তশুদ্ধি—হৃদয়ের পবিত্রতা;

ধন অর্থ গৌণ বা অপ্রধান উপাদান। যাহাতে মন সদাই ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকে, শৈশবাবধি সকলকে সেইরূপে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ধর্ম্মে অনুরক্ত হইলে, হৃদয় স্বতই উন্নতি ও বিশুদ্ধির লাভ করিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ হৃদয়েই সকল সদ্‌গুণ সদা সম্যক্‌রূপে বিরাজ করে। যাঁহার হৃদয় বিশুদ্ধ এবং উন্নত, শিষ্টাচার বিনয় পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি গুরুভক্তি প্রভুভক্তি রাজভক্তি ভ্রাতৃপ্রেম ভগিনীস্নেহ স্বজনানুরক্তি ভৃত্যানুরাগ প্রতিবেশিরঞ্জন সমাজহিতৈষা স্বগ্রামহিতৈষা স্বদেশহিতৈষা প্রভৃতি সদ্‌গুণ তাঁহার নিত্য-সহচর হইয়া থাকে। যাঁহার হৃদয়ে এই সকল সদ্‌গুণের আধিপত্য নাই, তাঁহার হৃদয় প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নত হয় নাই; যাঁহার হৃদয় এইরূপ উন্নত হয় নাই, তাঁহার সুশিক্ষাও হয় নাই।

যাহাতে পরের মনে অকারণ ক্লেশ দিতে না হয়, সংসারে সকলেরই এমন করিয়া কার্য্য করা

উচিত। যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, যিনি সতত তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারেন; তিনিই প্রকৃত শিষ্টাচারী। যিনি প্রকৃত শিষ্টাচারী, তিনিই প্রকৃত সভ্য; শিষ্টাচারই প্রকৃত সভ্যতা।

বিনয় শিষ্টাচারের সহচর। অবিনয়ী অশিষ্টাচারী লোক যতই কেন বিদ্বান্ বা ধনবান্ হউন না, কখনই প্রকৃত সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন না। বিনয় বিদ্যার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার; বিনয় বিনা বিদ্যা মান ধন কিছুই শোভা পাইতে পারে না।

পিতা মাতার ত কথাই নাই, সকল গুরুজনের সহিতই সকলের সদা সবিনয় ব্যবহার করা উচিত। উদ্ধত স্পর্দ্ধাশীল দাম্ভিক লোক, বিদ্যায় বৃহস্পতি —ধনে ধনপতি—মানে মহেন্দ্রসম হইলেও, সাধু-সমাজে আদরলাভ করিতে পারেন না।

পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চ, মাতা স্বর্গ অপেক্ষাও গরীয়সী। পিতা মাতাকে সকলেরই

দেববৎ পূজা করা উচিত। পিতা মাতার প্রতি যাহার প্রগাঢ় এবং অচলা ভক্তি নাই, সে নরাধম পশুর অধম। পিতা মাতার আজ্ঞা যথাসাধ্য প্রতিপালন করিবে। তাঁহাদিগকে সদাই সুখে রাখিতে চেষ্টা করিবে। প্রগাঢ় ভক্তি থাকিলে, পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষার জন্য মন সদাই উৎসুক হইবে।

পিতা মাতার যাহারা সহোদর সহোদরা, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের পত্নী পতি প্রভৃতি সকলকেই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হইবে; কায়মনোবাক্যে সকলেরই মঙ্গলচেষ্টা করিতে হইবে। পিতার পিতা পিতামহ, পিতার মাতা পিতামহী, মাতার পিতা মাতামহ, মাতার মাতা মাতামহী; ইহাঁরা সকলেই গুরুর গুরু; ইহাঁদিগের দেববৎ পূজা করিবে। তোমার দেবতুল্য পিতা মাতা যাঁহাদিগের দেববৎ পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের দেববৎ পূজা না করিলে, তোমাকে নিশ্চিতই পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হইবে।

. পিতা মাতাকে যেরূপ শ্রদ্ধা করিবে, জ্ঞান-দাতা গুরু এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী গুরুপত্নীকেও সদা সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে। যে ব্যক্তি শিক্ষককে শ্রদ্ধা ভক্তি না করে, তাহার শিক্ষাই মিথ্যা।

রাজাকে পিতার মত, রাজ্ঞীকে জননীর মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হইবে। যাঁহারা প্রজাদিগকে সন্তানের ন্যায় পালন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে পিতা মাতার মত শ্রদ্ধা ভক্তি না করিলে, প্রজাকে মহাপরাধে অপরাধী হইতে হয়। রাজপ্রতিনিধি ও রাজপুরুষেরাও যথোচিত শ্রদ্ধা এবং সম্মান পাইবার অধিকারী।

পূজ্যপূজার ব্যতিক্রম করিলে, প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। যাঁহারা তোমার সমাজে পূজ্য, তাঁহাদিগের প্রতি সর্ব্বদাই শ্রদ্ধা ও সম্মানপ্রদর্শন করিবে। মৃত বা জীবিত কোন মহাপুরুষের প্রতিই কখনও অসম্মান প্রদর্শন করিবে না।

ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে আপনার মত ভাবিবে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমান। পিতা মাতার ন্যায় তাঁহার অনুজ্ঞা আদেশও সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিবে। জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিবে। যিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহধর্ম্মিণী, তিনিও জননীতুল্যা। পুত্র কন্যাকে যে চক্ষে দেখিতে হয়, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীদিগকেও সেই চক্ষে দেখিতে হয়। কনিষ্ঠের সহধর্ম্মিণীকে কন্যা ও পুত্রবধূর মত স্নেহ করিতে হয়। পিতৃব্য মাতুল প্রভৃতিকে পিতা মাতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি আদর যত্ন করিতে হয়; তাঁহাদের পুত্র কন্যাকে সহোদর সহোদরার মত আদর যত্ন স্নেহ মমতা করা উচিত।

বৃদ্ধসেবায় পুণ্য আছে। যাঁহার পককেশ, তিনিই শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। প্রভুকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে; ভৃত্যকেও স্নেহ মমতা করিবে। যিনি অনুচরগণের প্রতি স্নেহশীল নহেন, তিনি কখনই সুপ্রভু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না।

স্বজনের মঙ্গলে সদা আসক্ত থাকিবে। যিনি সাধ্যানুসারে স্বজনের হিতচেষ্টা না করেন, তিনি

কখনই মহাশয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। সমাজের প্রতি যাঁহার অনুরাগ নাই, তিনি কখনই সাধুসমাজে শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারেন না। জননীর ন্যায় জন্মভূমিও স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী; সুতরাং স্বগ্রামের ও স্বদেশের মঙ্গলচেষ্টা না করিলে, মানবকে মহাপরাধে অপরাধী হইতে হয়।

যে ব্যক্তি প্রতিবেশীদিগের বিপদে আপনাকে বিপন্ন বলিয়া মনে না করে, প্রতিবেশীদিগের উপকারে যে ব্যক্তি যথাসাধ্য চেষ্টা না করে, তাহাকে নিন্দাভাজন হইতে হয়; তাহারও কর্ত্তব্যপালন অঙ্গহীন হইয়া পড়ে।

এইরূপে সকল দিক বজায় রাখিয়া, সকল কর্ত্তব্যের পালন করিয়া, যিনি সাধুভাবে সংসারে বিচরণ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃতরূপে শিক্ষিত, তিনিই প্রকৃত সভ্য। যে শিক্ষায় এইরূপ কর্ত্তব্যপালন শিক্ষিত না হয়, সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নহে। কুশিক্ষারূপিণী বিষলতায় কেবল কুফলই উৎপন্ন হয়।

সাধুতা ও সুখ।

সুখের অর্জ্জন এবং দুঃখের বর্জ্জন করিবার জন্য সকলেই সদা ব্যস্ত। ইতর জীবেরাও দুঃখমোচনে এবং সুখান্বেষণে পটু। সংসারে কখনও সুখভোগ, কখনও দুঃখভোগ করিতে হইবে। তবে নানা কারণে কাহারও ভাগ্যে সুখ অধিক, দুঃখ অল্প; কাহারও ভাগ্যে বা সুখ অল্প, দুঃখ অধিক।

সুখ ধনে বা মানে নহে, সুখ মনে। কেহ বা রাজসিংহাসনে বসিয়াও সুখী নহে, কেহ বা ভিক্ষা-ভাণ্ড হস্তে লইয়াও সুখী। যেখানে হৃদয় বিমল নহে, সেখানে প্রকৃত সুখ দেখিতে পাইবে না। যাহাতে হৃদয় বিমল থাকে, সকলেরই তৎপক্ষে চেষ্টা পাওয়া উচিত।

সুখ সাধুতায়। সৎপথে থাকিয়া শাকান্ন

পাইলেও লোকের সুখী হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সাধুপথে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিলে সুখ হইয়াও থাকে।

কেবল সম্পাদের উপবনে সুখের অন্বেষণ করিও না; বিপদের বিজন বনেও সুখ দেখিতে পাইবে। উজ্জ্বল কাচস্তূপে হীরক পাইবে না, অন্ধকারময় অঙ্গার-খনিতে হীরক পাওয়া যায়। বিনা যুদ্ধে জয়লাভ করিলে সুখ নাই; যিনি বিপদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে-পারেন, তিনিই প্রকৃত সুখী। দারুণ দৈন্য দুর্দ্দশায় বা বিষম বিপত্তি বিভ্রাটে যিনি অভিভূত হইয়া না পড়েন, তিনিই প্রকৃত সুখের উপভোগ করিতে পারেন। যাহাতে পুরুষত্ব, তাহাতেই সুখ। পরের পৃষ্ঠে আশ্রয় লইয়া নদী পার হইতে সকলেই পারে; নিজে সাঁতার দিয়া নদী পার হইতে পারিলেই পুরুষত্ব—আর তাহাতেই প্রকৃত সুখ।

সংসার সমরক্ষেত্র। এখানে দুঃখ দারিদ্র্য, পাপ তাপ চারিদিকে আধিপত্যবিস্তার করিয়া

রহিয়াছে। তোমার স্বীয় হৃদয়েও অসংখ্য অরি; যত রিপু পাপাসুরের সাহায্য করিতেছে। ঘরে বাহিরে বিষম শত্রু; ভীষণ সমরে পরাস্ত করিতে না পারিলে তোমার নিস্তার নাই। যিনি এই মহাহবে জয়পতাকা উড়াইতে পারেন, তিনিই মহাপুরুষ—তিনিই সুখী।

কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই নির্দ্দিষ্ট পথে অক্ষুণ্ণভাবে অগ্রসর হইতে পারিলেই, সুখী হইবে। যে ব্যক্তি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং ন্যায়পরায়ণ নহে, সে কখনই সুখী হইতে পারিবে না। যে নাবিক্ নির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া বিপথে পোতচালন করিয়া থাকে, তাহাকে প্রায়ই বিপদে পড়িতে হয়; সংসারসাগরে যিনি ন্যায়পথ ছাড়িয়া যান, তাঁহার মনস্তরী নিশ্চিতই বিপন্ন হয়।

বড় লোক।

কেবল ধনে মানে বড় লোক হওয়া যায় না; যাঁহার মন বড়, তিনিই বড় লোক। শুক্তির ভিতরে মুক্তা থাকে; কুটীরেও বড় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। মনের জন্যই মানুষের শ্রেষ্ঠতা। যাঁহার মন ক্ষুদ্র, তিনি প্রাসাদবাসী রাজা হইলেও ভিক্ষুকের অধম; আবার মহামনাঃ ভিক্ষুকও ক্ষুদ্রমনাঃ রাজাধিরাজ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা নিজের মান নিজে বাড়াইবার চেষ্টা পায়, তাহার মান কোন কালে বাড়িবে না। যাঁহাকে দশ জনে আড়ালে বসিয়া বড় লোক বলিয়া মনে করে, তিনিই বড় লোক।

"বড় হবি ত ছোট হ।" যিনি প্রকৃত বড় লোক তিনি কখনই আপনার শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত

করিয়া বেড়ান না; ফাঁপা বাঁশেই শব্দ হয়। বিশাল বিশ্বে জীবমাত্রই কীটাণুবৎ; অসীম অনন্ত জগতে মনুষ্যও কীটাণু; গর্ব্ব গরিমায় কাহারও অধিকার নাই। যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান মান বা ধন জনের গর্ব্ব করে, সে ত কীটাণু অপেক্ষাও হেয়। যিনি প্রকৃত মহাশয় লোক, গর্ব্ব দর্প অহঙ্কার অহমিকা তাঁহার মনে স্থান পাইতে পারে না।

যাঁহার মন জ্ঞানে পূর্ণ, হৃদয় পরার্থপরতায় পূরিত, তিনিই বড় লোক। যাঁহার কাছে ধন অপেক্ষা ধর্ম্মের গৌরব, পদ অপেক্ষা পুণ্যের মর্য্যাদা, তিনিই বড় লোক। যিনি রিপুর বশীভূত, তিনি বড় লোক হইতে পারেন না; ধনে মানে শৌর্য্যে বীর্য্যে অদ্বিতীয় হইয়াও লঙ্কেশ্বর রাবণ বড় লোক হইতে পারেন নাই। কিন্তু রামচন্দ্র বনচারী, ফলাহারী, বল্কলধারী হইয়াও এক দিনও নিজের মহত্ত্বরক্ষায় কুণ্ঠিত হন নাই।

বড় লোক হইবার চেষ্টা করিলে, বড় লোক

হওয়া যায়। যখন হৃদয়কে সদ্‌গুণে শোভিত করিবার শক্তি সকলেরই আছে, আর হৃদয়কে সদ্‌গুণে ভূষিত করিতে পারিলেই যখন বড় লোক হইতে পারা যায়, তখন চেষ্টা করিলে, তুমিও বড় লোক হইতে পার। চেষ্টায় ধন মান পদ সকলে পায় না; কিন্তু সকলেই, চেষ্টা করিলে, আপনার হৃদয়কে দয়া দাক্ষিণ্য উদারতা ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত করিতে পারে।

ব্যবসায় বাণিজ্য।

বাল্যে বিদ্যার্জ্জন করিয়া যৌবনে ধনার্জ্জন করিতে হয়। ধনার্জ্জনের অনেক পথ। ব্যবসায়ের পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। বাণিজ্যে নিজের ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ব্যবসায় বাণিজ্যে মূলধনের প্রয়োজন। মূলধনের আধিক্য হইলে, ব্যবসায় বাণিজ্যে সুবিধা হয়; অর্থাগমের পথ অধিক প্রশস্ত হয়। কিন্তু অল্প মূলধনে যে, আদৌ ব্যবসায় চলে না, এমন নহে। সুযোগ দেখিয়া, অবসর বুঝিয়া, ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিলে, অল্প মূলধনেও অনেক ব্যবসায়ে বিলক্ষণ উন্নতি করিতে পারা যায়। দশ জনের মূলধন একত্র করিলে, অনেক হয়; তাহাতে ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা হয়। অনেকে

সমবেত হইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করাকে স
সমুত্থান বা যৌথকারবার কহে।

সকল বিদ্যার ন্যায় ব্যবসায়বিদ্যাও শিখিতে হয়। যিনি কাজ না শিখিয়া সহসা যে সে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে প্রথম প্রথম প্রায়ই ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। কিন্তু ক্ষতি অসুবিধা সহ্য করিয়াও, কিছু দিন সহিষ্ণুতা সহকারে মন দিয়া কাজ কর্ম্ম করিলে, অভিজ্ঞতালাভ হয়। তখন আর ব্যবসায়ে তাদৃশ বিভ্রাট পোহাইতে হয় না।

এরূপ ক্ষতি সহিয়া অভিজ্ঞতালাভ করা অপেক্ষা, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কোন ব্যবসায়ীর কাছে থাকিয়া, অভিজ্ঞতালাভ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য; শিক্ষানবিশী সকল কার্য্যেই করা উচিত।

ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে, ভূয়োদর্শন এবং দূরদর্শন অতীব আবশ্যক। অনেক দেখা শুনায় যাঁহার ভূয়োদর্শন হইয়াছে, দূরদর্শনে তিনি সহজেই সমর্থ হইয়া থাকেন। দশ জনের কাজ

দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, কোন্ কাজে কিরূপ পন্থা অবলম্বন করা উচিত। যে পথে আর দশ জন স্ব স্ব ব্যবসায়ের উন্নতি করিয়াছেন, অক্ষুণ্ণভাবে সেই পথে যাইতে পারিলে, তুমিও ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারিবে। দশজনের কাজ কর্ম্ম, উপায় পন্থা, লাভ লোকসান দেখিলে, তুমি সহজেই অনুমান করিতে পারিবে, কখন কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিলে ব্যবসায়ে লাভ হইবে, উন্নতি হইবে।

যে ব্যক্তির ধর্ম্মে মতি নাই, ধর্ম্মরক্ষায় প্রবৃত্তি নাই, সে ব্যবসায়ী নহে—দস্যু তস্কর। ব্যবসায় করিতে বসিয়া যে শঠতার আশ্রয় লয়, সে নরাধম। শঠের ব্যবসায় না হয় দিনকতক বেশ চলিতে পারে; চিরদিন কখনই অবাধে চলিতে পারে না।

ব্যবসায় বাণিজ্যে ন্যায়সম্মত লাভ করিবার অধিকার সকলেরই আছে; অন্যায় অবৈধ লাভেই পাপ এবং অপরাধ। তুমি মূলধন খাটাইতেছ,

পরিশ্রম করিতেছ, বিদ্যার ব্যবহার করিতেছ, বুদ্ধির চালনা করিতেছ, অবসর বুঝিয়া উপায়ের অবলম্বন করিতেছ, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেছ; সুতরাং ব্যবসায়ে ন্যায়সম্মত লাভ করিবার অধিকার তোমার আছে। তুমি ত আর বৃথা পরিশ্রমে সময় কাটাইতে প্রবৃত্ত হও নাই। ব্যবসায়ের ন্যায্য লাভকেই পুরস্কার কহে। পুরস্কারে দোষ নাই; দোষ পরস্বহরণে।

দ্রব্যজাত কখনও সুলভ, কখনও মহার্ঘ হয়। যখন সুলভ, তখন ক্রয় করিবে; যখন মহার্ঘ, তখন বিক্রয় করিবে। এরূপ ব্যবসায় ধর্ম্মসঙ্গত; আর এরূপ ধর্ম্মসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত ক্রয় বিক্রয়ে লাভও প্রচুর হইয়া থাকে। যখন যে দ্রব্যের যে মূল্য, তখন সেই দ্রব্যের সেই মূল্য লওয়া উচিত। যে ব্যক্তি বাজার-দর জানে না, তাহার নিকট অতিরিক্ত মূল্য লওয়া সহজ; কিন্তু তাহাতে অধর্ম্ম হয়। দ্রব্য পরিমাণে কম দিলে অধর্ম্ম; মন্দ দ্রব্যকে ভাল বলিয়া বিক্রয় করিলে অধর্ম্ম। এ

সকল, অধর্ম্মের কাজ কখনই করা উচিত নহে; আর এরূপ অন্যায় ব্যবসায়ে কখনই প্রতিপত্তি রাখা যায় না।

ব্যবসায় বাণিজ্যে সহসা ধনবান্ হইবার আশা করিলে, প্রায়ই পরিণামে নিগ্রহভোগ করিতে হয়। দুরাশায় অনেক দোষ; ব্যবসায় বাণিজ্যে ধীরতা চাই। সুরতী খেলায় কেহ কেহ এক রাত্রে বড় মানুষ হইয়া থাকেন; কিন্তু ব্যবসায় করিতে বসিয়া সুরতী খেলা খেলিতে যাওয়া সুবোধের কার্য্য নহে। যে পথে লাভ নিশ্চিত, সেই পথেই চলা উচিত।

ধর্ম্মের পথে—ন্যায়ের পথে—চলিয়া, যে উপার্জ্জন করিবে, তাহাই তোমার যথার্থ প্রাপ্য; অধর্ম্মের পথে যাহা পাইবে, তাহা তোমার প্রাপ্য নহে।

সম্পদ্ ও বিপদ্।

সুখ ও দুঃখ, সম্পদ্ ও বিপদ্ মনুষ্যের নিত্য-সহচর। ধন ধান্য অধিক হইলেই, সুখের আধিক্য হয় না; যাঁহার মনে সন্তোষ অধিক, তিনিই অধিক সুখী। ন্যায়সঙ্গত অভাব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতেছে, পরিবারপালনে কষ্ট হইতেছে না, রোগের উৎপাতে উৎপীড়িত হইতে হইতেছে না, শোক তাপে দগ্ধ হইতে হইতেছে না, এই-রূপ অবস্থা হইলেই, মানুষের সন্তুষ্ট এবং সুখী হওয়া উচিত। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই, মানুষকে দুঃখী হইতে হয়।

কিন্তু সংসারে এমন লোক নাই, যিনি সদাই এইরূপ সুখে সুখী; এমন লোকও নাই, যিনি সদাই এইরূপ দুঃখে দুঃখী। যাঁহাকে সকল সুখে

সুখী বলিয়া বোধ হয়, তাঁহারও দুঃখ আছে ; যিনি দুঃখসাগরে ভাসিতেছেন, তিনিও সময়ে সময়ে সুখী হইয়া থাকেন। সুতরাং সম্পদ্ বিপদ্ সকলের আছে। যেমন অন্ধকার আলোক, শীত আতপ জগতের নিত্য সহগামী ; সেইরূপ দুঃখ সুখও মানবের সহচর। একটির পর আর একটি আসিবেই আসিবে।

সুখ সম্পদে উৎফুল্ল হইয়া যিনি আপনাকে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, তিনি ভ্রান্ত ; আবার দুঃখ বিপদে আচ্ছন্ন হইয়া যিনি আপনাকে সকলের অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করেন, তিনিও ভ্রান্ত। সম্পদে মত্ত হওয়া যেরূপ দোষ, বিপদে অভিভূত হওয়াও সেইরূপ দোষ। যিনি সম্পদে নিজের বুদ্ধি স্থির রাখিয়া সদাই ন্যায় ও ধর্ম্মের পথে চলিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনিই মানুষ ; যিনি বিপদে ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারেন, তিনিই মনুষ্যনামের উপযুক্ত।

কখনও সুখ, কখনও দুঃখ ; কখনও সম্পদ্

কখনও বিপদ্; সংসারের রীতিই এইরূপ। আজ যিনি কোটিপতি কুবের, হয় ত কিছু দিন পরে তাঁহাকে কপর্দ্দকহীন ভিক্ষুক হইতে হইবে; আজ যিনি উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন, হয়ত তিনিই দিন কতক পরে অতুল ধনের অধিকারী হইতে পারেন।

সুখ দুঃখের, সম্পদ্ বিপদের এইরূপ ক্রম-পর্য্যায় আছে বলিয়াই, সংসার চলিতেছে; অন্যথা সংসারে ও সমাজে বিষম বিভ্রাট ঘটিত। সংসারের কতক লোক যদি সুখ সম্পত্তির নিত্য উপভোগ করিতেন, তাহা হইলে একেবারে উন্মত্ত হইয়া, ধরা খানাকে সরার মত দেখিয়া, সমাজকে ছারখার করিয়া দিতেন। সেইরূপ আর কতকগুলি লোকে যদি দুঃখ বিপত্তিতে সদাই জড়ীভূত থাকিত, তাহা হইলে সংসারে আত্মহত্যার অবধি থাকিত না। সম্পদ্ বিপদের নিত্যতা হইলেই, সংসার রসাতলে যাইত।

"বিপদিধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা।"

সম্পদে বিপদে, সকল অবস্থায়, মন স্থির রাথাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। সম্পদে মোহিত না হইয়া, সম্পদের বৃদ্ধিচেষ্টা করা উচিত; বিপদে অভিভূত না হইয়া, বিপদের নিবৃত্তিচেষ্টা করা উচিত।

যিনি বাল্যে যৌবনে সুশিক্ষায় নিজের হৃদয় মনকে শিক্ষিত করিতে পারিয়াছেন, তিনি কখনই সামান্যজনের মত সুখ সম্পদে মত্ত এবং দুঃখ বিপদে অভিভূত হইবেন না। যিনি বাল্যাবধি ধর্ম্মে অচলা আস্থা রাখিয়া, ধর্ম্মসঙ্গত নীতিমার্গের অনুসরণ করিয়া চলিতে পারেন, তাঁহার মন কখনই সম্পদে মত্ত হয় না; হৃদয় কখনও বিপদে অভিভূত হয় না।

ভব্যতা ও শিষ্টাচার।

স্বাভাবিক শিষ্টাচার বিনয়ের লক্ষণ। হৃদয়ে উদারতা দয়া মমতা প্রভৃতি না থাকিলে, প্রকৃতরূপে বিনয়ী হওয়া যায় না। বিদ্যা বিনয়ের সাহায্য করে; কিন্তু যাহার হৃদয়ে উদারতা নম্রতা প্রভৃতি স্বাভাবিক নহে, সে ব্যক্তি বাহ্য বিনয়ে বিনয়ী হইলেও, প্রকৃত বিনয়ে বিনয়ী হইতে পারে না।

অকারণ পরের মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে; অন্যায়পূর্ব্বক পরকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাওয়াও ভদ্রতার পরিচায়ক নহে। কিন্তু ন্যায়-পূর্ব্বক পরকে তুষ্ট করা ভদ্রতার প্রধান পরি-চায়ক—শিষ্টাচারের প্রধান লক্ষণ।

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ।
ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"

যেখানে সত্য না বলিলে অধর্ম্ম হয়, কর্ত্তব্যের

ব্যাঘাত হয়, সেখানে অপ্রিয় সত্যই বলিতে হইবে বটে; কিন্তু যাহাতে বক্তব্যের কঠোরতা বা কটুতা না বাড়ে, এরূপ করিয়া বলিতে হইবে। সত্যের ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে যেটুকু কটুতা তীব্রতা স্বতঃ আসিয়া পড়িবে, সেই টুকুই যথেষ্ট। তাহার উপর একচুল মাত্রা বাড়াইতে গেলেই দোষ হইবে। পরের মনে অনর্থক ক্লেশ দেওয়া যেরূপ অন্যায়, ক্লেশের পরিমাণবৃদ্ধি করাও সেইরূপ অন্যায়।

মান্যের সম্মান, পূজ্যের পূজা—অবশ্যকর্ত্তব্য। যিনি তাহার ব্যতিক্রম করেন, তিনি অভব্য—শিষ্টাচার তাঁহার কিছুমাত্র নাই। যাহার কাছে শ্রদ্ধা ভক্তি চাহিবে, তোমারও তাহাকে স্নেহ মমতা করিতে হইবে। যিনি দাস দাসীকে স্নেহ না করেন, তিনি উহাদের কাছে ভক্তি শ্রদ্ধা পাইতে পারেন না; ভয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা আসে না।

যিনি সভায় বসিয়া সকলের তুষ্টিসাধন করিতে পারেন, তিনি সভ্য। কিন্তু তুষ্টিসাধন করিতে হইলেই যে, তোষামোদ করিতে হইবে, বা মিথ্যা

কথা কহিতে হইবে, ইহা মনে করা উচিত নহে। সকলের যথাযোগ্য সমাদর সম্মান করিলেই যথেষ্ট হইবে। কথার উপর কথা কহিতে নাই। "নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ।" যিনি সভায় বসিয়া কথার একচেটিয়া করেন, তিনি বাগ্মী হইলেও সকলের বিরক্তিভাজন হইয়া থাকেন।

নমস্যদিগকে নমস্কার না করিলে, ভদ্রতার ব্যতিক্রম হয়; সুতরাং শিষ্টাচারেরও অন্যথা হয়। অনেকে স্বভাবতঃ বিনয়ী হইয়াও অনভ্যাসবশতঃ সম্মানার্হদিগকে সম্মানপ্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন। ইহাকে শিষ্টাচারের অসম্পূর্ণতা বলে। কিন্তু যিনি স্বভাবতঃ বিনয়ী, তাঁহার ত্রুটি হইলেও, বিজ্ঞ লোকে ক্ষমা করিয়া থাকেন। তথাপি, বিনয়-প্রকাশে ত্রুটি হইলে, শিষ্টাচারের অপূর্ণতা হইয়াছে, বলিয়া মনে করিতে হইবে।

শুদ্ধ যে, কথার মাধুর্য্যে বিনয়প্রকাশ হয়, এরূপ মনে করা উচিত নহে। প্রকৃত বিনয়ী আকার ইঙ্গিতেও বিনয়প্রকাশ হইয়া থাকে।

অপরাধ করিলেই, ক্ষমাপ্রার্থনা করা ভদ্রতার পরিচায়ক; মহত্ত্বেরও পরিচায়ক। ইহাতে মানহানি হয় না; মানবৃদ্ধিই হইয়া থাকে। তুমি যদি হঠাৎ কাহারও মনে কষ্ট দেও, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিবে; নিজে ভ্রমস্বীকার করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিবে। সরলতায় লোকে যেরূপ তুষ্ট হয়, আর কিছুতেই সেরূপ হয় না। রুষ্টকে তুষ্ট করা কঠিন নহে, আর রুষ্টকে তুষ্ট করাই ভব্যতার লক্ষণ।

কাহাকেও অপ্রতিভ করা ভব্যতার পরিচায়ক নহে; হঠাৎ যদি কেহ অপ্রতিভ হন, তবে বরং তাঁহাকে সপ্রতিভ করিবার চেষ্টা পাওয়াই ভব্যতার লক্ষণ। নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য পরের উপর দোষারোপ করা অভব্যতার কার্য্য—নীচতার কার্য্য। বরং পরের দোষ নিজের ঘাড়ে লইতে পারিলে, মহত্ত্বের প্রকাশ করা হয়। ইহাতে ভব্যতারও বিকাশ হয়।

ছলগ্রাহী হওয়া অভব্যতার লক্ষণ। নিতান্ত

অন্যায় না দেখিলে কাহারও কথার প্রতিবাদ করিতে নাই। সামান্য দোষে ক্রুটী ধরিতে নাই; যেহেতু মানুষমাত্রেরই ভ্রম অনিবার্য্য। আর অনেক সময়েই দেখিতে পাইবে, দোষ ক্রুটি ভ্রমেরই ফল।

যিনি প্রকৃত বিনয়ী ও ভব্য, তিনি সহসা রাগ-দ্বেষের পরিচয় দেন না; মনে রাগ রোষ উত্তে-জিত হইলেও তিনি নিজের সহিষ্ণুতাগুণে চাপিয়া রাখেন। অতিকোপেও কুকথা কহিতে নাই। যিনি প্রকৃত শিষ্টাচারে অভ্যস্ত, তাঁহার মুখ দিয়া কুকথা কখনই বাহির হয় না; আর যদিই হয়, তবে রাগ পড়িলেই তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন।

সভ্য ভব্য হইতে গেলেই, সহিষ্ণুতা এবং ধীরতার অভ্যাস করিতে হয়। সংসারে বিরক্তির কারণ পদে পদে। যিনি কথায় কথায় বিরক্তি-প্রকাশ করেন, তিনি সভ্যতা ও ভব্যতার ব্যতি-ক্রম করিয়া থাকেন। যিনি প্রকৃত ভব্য তিনি

ক্ষমাশীল। প্রথমেই বলিয়াছি, উদারতা মমতা দয়া প্রভৃতি না থাকিলে লোকে ভব্য বা বিনয়ী হইতে পারে না। অবিনয়ীর পদে পদে বিড়ম্বনা। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বৃহস্পতিকেও, অবিনয়ী হইলে, অশ্রদ্ধাভাজন হইতে হয়। রাজাও, অবিনয়ী হইলে, প্রজারঞ্জনে সমর্থ হন না। শিষ্টাচার শুদ্ধ সভ্যতা ও ভব্যতার নহে—মনুষ্যত্বেরও পরিচায়ক।

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা।

ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা মহতের লক্ষণ। যাঁহার ধৈর্য্য নাই, সহিষ্ণুতা নাই, তিনি কোন গুরুতর কার্য্যেরই সাধন করিতে পারেন না। সহিষ্ণুতাই ধৈর্য্যের মূল। অধ্যবসায় ধৈর্য্যের সহচর।

সংসার পরীক্ষা-ক্ষেত্র; বাধা বিঘ্ন, দুঃখ বিপত্তি, রোগ শোক পদে পদে। যিনি যত সহ্য করিতে পারেন, তাঁহার ততই মহত্ত্ব। যিনি দুঃখে অধীর হইয়া পড়েন, তাঁহার দুঃখ আরও বাড়িয়া উঠে। যে বিপত্তি ঘটিয়াছে তাহা ত আছেই, তাহার উপর অধৈর্য্যে যে মনোবিকার উপস্থিত হয়, তাহা আবার নূতন বিপত্তির হেতু হইয়া পড়ে। বিপদে অধীর হইতে নাই।

সংসারে মনোমত ঘটনা প্রায়ই ঘটে না।

মানুষকে পদে পদে হতাশ হইতে হয়। হতাশ হইলেই যিনি হতবুদ্ধি হন, তাঁহার মনুষ্যত্ব নাই। কিন্তু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা না থাকিলেই মানুষকে হতাশ হইয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়। অতএব মানুষ যদি মানুষ হইতে চান, তবে তাঁহাকে সহিষ্ণু হইতে হইবে। এই দুঃখযন্ত্রণাময়, রোগশোক-পূরিত, বিপত্তিসঙ্কুল সংসারে যাঁহার সহিষ্ণুতা নাই, ধৈর্য্য নাই, তিনি ধনী হইয়াও নির্ধনের অধম; রাজা হইয়াও ভিক্ষুকের অধম; পণ্ডিত হইয়াও মূর্খের অধম।

ভবসাগরে মানবের পক্ষে ধৈর্য্য হইতেছে কর্ণ-ধার, সহিষ্ণুতা গলুইয়ের দাঁড়ী। বিপত্তিবাত্যা অহরহঃ বহিতেছে; বিঘ্নের আবর্ত্ত যেখানে সেখানে; শঠতা চাতুরীর চোরাদহ চারিদিকে; দৈবদুর্ব্বিপাকের কটালে বান ডাকিলেই হইল; পয়োমুখবিষকুম্ভবৎ বন্ধুরূপী যত গুপ্তশত্রু মগ্ন পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় তরীভঙ্গ করিবার জন্য সদাই প্রস্তুত হইয়া আছে; শোকতাপের ঘন অন্ধকার

পথ নিরন্তর আচ্ছন্ন করিতেছে ; আশার আলোক পলে পলে আশঙ্কামেঘে আবৃত হইতেছে ; পরকীয় স্বার্থরূপ দস্যুতরী সহ যে, কখন বিষম সংঘর্ষ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ? এরূপ অবস্থায় যদি ধৈর্য্য অটল না হয়, যদি সহিষ্ণুতার ব্যতিক্রম হয় ; যদি মাঝী হাল ছাড়িয়া দেয়, গলুইয়ের দাঁড়ী যদি পলায়ন করে ; তাহা হইলে, তরী আর কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে বল !

তুফানের সময়ে যে মাঝী হাল ধরিয়া নৌকা ঠিক রাখিতে পারে, সেই প্রকৃত কর্ণধার। সুখের জীবন সকলেই স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া যাইতে পারে। খালের ভিতর গুণ টানিয়া নৌকা লইয়া যাইতেছে, তখন নৌকা ঠিক রাখিতে পারিলে ত আর মাঝীর বাহাদুরী নাই।

বিনা ধৈর্য্যে কোন মহৎ কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। ধৈর্য্য বিপদে যেরূপ একমাত্র অবলম্বন, সম্পদেও সেইরূপ প্রধান সহায়। অধীর হইলে মানব সম্পদেও বিপদকে টানিয়া আনে। অধীর

বালক গাছ পুতিয়াই ফলভোগের ইচ্ছা করে। চারা পুতিয়া প্রতিদিন তুলিয়া দেখে, শিকড় মাটিতে বসিয়াছে কি না।

অতএব কি সম্পদে কি বিপদে, কি বাল্যে কি যৌবনে, কি অর্থে কি ধর্ম্মে, সকলেরই সকল সময়ে সকল অবস্থায় সকল বিষয়ে ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতায় নির্ভর করা উচিত। সুতরাং সহিষ্ণু এবং ধীর হইতে অভ্যাস করাই হইতেছে প্রথম ও প্রধান শিক্ষা। সকলেরই সন্তানদিগকে শৈশবাবধি ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

জন্মভূমি।

“জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী”; জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। জননী দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়া সন্তানপ্রসব করিয়াছেন। জীব জননীজঠরে আশ্রয় পাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, জন্মিবামাত্র ভূমিতে আশ্রয় লইয়াছে। জননী সন্তানের প্রতিপালন করিয়াছেন, জন্মভূমিও সেই সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন।

জন্মভূমির প্রতি স্নেহ মমতা না থাকিলে, মানুষকে দোষভাজন হইতে হয়। যেখানে তোমার পিতা পিতামহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শৈশব বাল্য যৌবন অতিক্রম করিয়া যেখানে তাঁহারা জীবলীলার শেষ করিয়াছেন, সে স্থান তোমার পক্ষে পরম পবিত্র তীর্থস্বরূপ। বস্তুত জন্মভূমি তোমার

তীর্থ। জন্মভূমি তীর্থ বলিয়াই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিদিগকেও অন্ততঃ একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়াই জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।

মানুষকে স্বার্থের আকর্ষণে বা বিপদের আশঙ্কায় সময়ে সময়ে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হয়; বিদেশে প্রবাসে কালযাপন করিতে হয়। কিন্তু প্রবাসে থাকিয়াও যাঁহার স্ববাসের দিকে মন সর্ব্বদাই আকৃষ্ট না থাকে, তাঁহার কিছুমাত্র মহত্ত্ব নাই। দিগ্‌দর্শনের সূচী যেমন নিরন্তর মেরুর অভিমুখে অবস্থিতি করে, মানব-হৃদয়ও স্বভাবতঃ সেইরূপ জন্মভূমির অভিমুখে অবস্থিতি করিয়া থাকে। দিগ্‌দর্শনের সূচীকে তুমি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যেখানে রাখ না কেন, সে আবার স্বস্থানে গিয়া মেরুর অভিমুখে অবস্থিতি করিবে। মানবহৃদয়ও সেইরূপ স্বার্থপরার্থাদি নানারূপ আকর্ষণে নানাদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়াও, অবসর পাইলেই, জন্মভূমির দিকে ধাবিত হইবে।

জন্মভূমির প্রতি যাহার স্নেহ অনুরাগ নাই, জননীসমা সেই পবিত্রভূমির প্রতি যাহার ভক্তি শ্রদ্ধা নাই, তাহার মত নরাধম আর নাই। জন্মভূমির প্রতি যাহার অনুরাগ ভক্তি নাই, জন্মভূমির কোন হিতেরই সে সাধন করিতে পারে না; জন্মভূমির দুর্দ্দশা দেখিলে তাহার হৃদয়ে যন্ত্রণা হয় না; জন্মভূমির সুদশা দেখিলেও তাহার হৃদয়ে সুখ হয় না।

স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি করিতে হইলে, জন্মভূমির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা আবশ্যক। জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ থাকিলে স্বদেশের কতদূর উন্নতি করিতে পারা যায়, ইংরেজ তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। ইংরেজ যেখানে থাকুন না কেন, তাঁহার মন নিরন্তর জন্মভূমির দিকে আকৃষ্ট হইয়া আছে। ভারতে আসিয়া ইংরেজ রাজত্ব করিতেছেন, তথাপি দেখ, ভারতের যত প্রবাসী ইংরেজই জীবনের শেষভাগ স্বদেশে গিয়া অতিবাহিত করিবার জন্য লালায়িত। যে দেশের যেটী উৎ-

কৃষ্ট, ইংরেজ সে দেশের সেইটীই স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত। ইংরেজ বিদেশের শিল্পে স্বদেশের শিল্প পুষ্ট করিয়াছেন; বিদেশের বিদ্যায় স্বদেশের বিদ্যাকে উন্নত করিয়াছেন। জগতে এমন ইংরেজ একটীও নাই, যিনি নিজের জন্মভূমিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে না করেন। ইংরেজের কাছে সেই ক্ষুদ্র ইংলণ্ডদ্বীপটীই জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান—সুখ সম্পদের—সৌন্দর্য্য শোভার লীলাভূমি!

সুনাম।

সুনাম সংসারে সহায়; কিন্তু সুনাম সাধুতার সহচর। যাহার সুনাম নাই, তাহার কিছুই নাই। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" যিনি সুনাম রাখিয়া যাইতে পারেন, তিনি মরিলেও অমর।

সৎপথে থাকিয়া সৎকর্ম্ম করিলেই লোকের সুনাম হয়। যিনি স্বার্থের জন্য পরার্থ নষ্ট না করেন, নিজের মঙ্গলের জন্য পরের অমঙ্গল না করেন, নিজে বড় হইবার জন্য পরকে ছোট করিবার চেষ্টা না পান; যিনি ব্যবসায় বাণিজ্যে বা অন্য কোনরূপ বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া সৎপথেই বিচরণ করেন, নিজের উন্নতি করিবার জন্য পরের অবনতি না করেন, নিজের বৃদ্ধির জন্য পরের ক্ষতি না করেন, নিজের সুখের জন্য

পরকে দুঃখ না দেন; যিনি উচ্চপদে বসিয়া মদ্-গর্ব্বে মোহিত না হন, আশ্রিত প্রতিপাল্য জনে অবজ্ঞা অবহেলা না করেন; যিনি নিজে প্রবল হইয়া দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার না করেন, নিজে ধনী হইয়া ধনহীনের মনে কষ্ট না দেন; যিনি নিজে সুখী হইয়া পরকেও সুখী করিবার চেষ্টা করেন, নিজে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া দীনের দুঃখে প্রতীকার করেন, অন্নহীনকে অন্নদান করেন, আর্ত্তজনকে আশ্রয় দেন; যিনি পরদুঃখে কাতর হন, কাতর হইয়া যথাসাধ্য দুঃখমোচনের চেষ্টা করেন; যিনি হতাশকে আশা দেন, ভয়াতুরকে অভয় দেন; তিনিই মহাশয়। আর মহাশয় লোকেরই সুনাম হইয়া থাকে।

কেবল অর্থব্যয় করিলেই সুনাম হয় না; যিনি অকপটচিত্তে সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করেন, সুনাম তাঁহারই হইয়া থাকে। যাঁহার মনে দয়া নাই, পরদুঃখে সহানুভূতি নাই, লোকহিতৈষা যাঁহার বলবতী নহে, পরোপকারে যাঁহার হৃদয়ে আনন্দ

না হয়; তাঁহার দানশীলতায় পুণ্য নাই; সুতরাং সুনামও হয় না। তুমি যদি ধনমদে মত্ত হইয়া কেবল নিজের সম্পদের ঘোষণা করিবার জন্য, শুদ্ধ গর্ব্ব চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রারও ব্যয় কর, তাহা হইলে, তোমার পুণ্য হইবে না; দশের কাছে তোমার সুনাম হইবেনা।

লোকের মন রাখিবার জন্য, তোষামোদ করিবার জন্য লোকে যে সুখ্যাতি করে, তাহা সুখ্যাতি নহে। এরূপ প্রশংসায় সুনাম হয় না।

সুনামের জন্য অসাধ্যসাধন করিতে হয় না। সাধ্যানুসারে সকল কর্ত্তব্যের সাধন করিতে পারিলেই সুনামলাভ করা যায়। আত্মীয় পর সকলের সহিতই যথোচিত ব্যবহার করিতে হয়; সাধু ভিন্ন অসাধু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নাই; আর সেই সাধু কার্য্যের সরল মনে এবং প্রাণপণে নির্ব্বাহ করিতে হয়; তাহা হইলেই সহজে সুনামের অধিকারী হওয়া যায়।

যিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, সেই কার্য্যেই

তাঁহার সুনাম হইতে পারে। ব্যবসায়ী যদি নিজের কার্য্যে থাকিয়া সাধুতার বাহিরে না যান, যদি কাহাকেও বঞ্চিত না করেন, যদি প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ না করেন, যদি কথার অন্যথা না করেন, যদি ব্যবহারদোষে কাহাকেও অতুষ্ট বা বিরক্ত না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সুনাম হইয়া থাকে।

যিনি বিচারপতি, তিনি যদি নিরন্তর ন্যায়ের তুলাদণ্ড লইয়া বিচার করেন, যদি তন্ন তন্ন করিয়া তথ্যনির্ণয়পূর্ব্বক যাহার প্রাপ্য তাহাকে দিবার ব্যবস্থা করেন; যদি কেবল অপরাধীরই দণ্ড করেন, অথচ লঘুপাপে গুরুদণ্ড না করেন; নিরপরাধকে কিছুতেই দণ্ড দিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, ও সেই প্রতিজ্ঞার কিছুতেই ভঙ্গ না করেন; যদি অর্থী প্রত্যর্থী, বাদী প্রতিবাদীকে ন্যায়সঙ্গত বিচারেই তুষ্ট করিবার চেষ্টা পান; এবং যদি সঙ্গে সঙ্গে শিষ্টাচার ও ভদ্রতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত না হন; তাহা হইলেই তিনি সুনামের অর্জ্জন করিতে পারেন।

যাঁহারা রাজ্যের শাসনকর্ত্তা, তাঁহাদের সুনামও সাধুতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। শাসন-কর্ত্তার পক্ষে অনুগ্রহ নিগ্রহের তারতম্য হইলেই সুনামের ব্যাঘাত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ন্যায়পরতা অক্ষুণ্ণ হইলে, সুনাম অযাচিত হইয়াও উপস্থিত হয়।

সুনাম সকলের পক্ষেই সুখ এবং উন্নতির পথ। রাজা প্রজা সকলের পক্ষেই সুনাম প্রার্থনীয়। যে রাজার সুনাম নাই, রাজত্ব করা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা। যে বণিক্ বা ব্যবসায়ীর সুনাম নাই, তাঁহার অন্তরায় চারিদিকে। ফলতঃ যাহার সুনাম নাই, তাহার কিছুই নাই। আর যাহার সুনাম আছে, সুখ্যাতি আছে; তাহার নাই কি?

ভক্তি শ্রদ্ধা।

অনুরাগে সম্মানের আধিক্য হইলেই, ভক্তি বা শ্রদ্ধা। ভক্তি শ্রদ্ধা সুতরাং শ্রেষ্ঠের প্রতি। পিতা মাতা সন্তানকে স্নেহ মমতা করেন; সন্তান পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে। যাঁহারা পিতা মাতার সমস্থানীয়, তাঁহারাও সুতরাং শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র।

বিদ্যাদাতা গুরু পিতার সমান। তিনি শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন। ধর্ম্মোপদেশক দীক্ষাকর্ত্তা গুরু মানবকে পশুভাব হইতে দেবভাবে যাইবার পথ দেখাইয়া দেন। ইঁহাদের মত পূজনীয় সংসারে আর নাই। যিনি ভক্তির পাত্র তাঁহাকে আমরা ভক্তি করিতে বাধ্য। ভক্তিভাজনের প্রতি ভক্তির অভাব হইলে

প্রত্যবায় আছে, এবং হৃদয়ের ক্ষুদ্রতাও প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যাঁহার পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তাঁহাকে তাহা করিতেই হইবে; অন্যথা হইলেই দোষ। গুরুজনকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা তোমার কর্ত্তব্য। গুরুজন স্নেহ মমতা না করিলে তুমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে না, এরূপ ধারণাকে কখনও মনের কোণেও স্থান দিও না। দিলে, তোমার কর্ত্তব্যে ত্রুটি হইবে; তোমাকে অপরাধভাজন হইতে হইবে। তেমনই স্নেহ করা যাঁহার কর্ত্তব্য, ভক্তি পান নাই বলিয়া তিনি যদি স্নেহ না করেন, তাহা হইলে, তাঁহারও নীতিসম্মত কার্য্য করা হয় না।

স্নেহ ভক্তি হৃদয়ের ধর্ম্ম। সুতরাং হৃদয়গত ভক্তিই ভক্তি, হৃদয়গত স্নেহই স্নেহ। মৌখিক স্নেহ ভক্তি বরং শঠতারই অঙ্গ। যেখানে ভক্তি শ্রদ্ধা বা স্নেহ মমতার কথায় মন প্রতিফলিত হয় না, সেখানে প্রকৃত স্নেহ ভক্তির বিকাশ হয় না।

আবার স্নেহ ভক্তি মনোগত হইলেও যদি কেবল মুখের কথায় পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে গৌরবহীন হইল; কার্য্যে স্নেহ ভক্তির পরিচয় দিতে পারিলেই, প্রকৃতপ্রস্তাবে স্নেহ ভক্তির বিকাশ হইল। স্নেহ ভক্তির প্রগাঢ়তা হইলেই তাহার প্রায়ই কার্য্যে বিকাশ হইয়া থাকে।

পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের ন্যায় রাজা এবং রাজ্ঞীও আমাদিগের ভক্তির পাত্র। সুতরাং যাঁহারা রাজপ্রতিনিধি তাঁহারাও রাজবৎ শ্রদ্ধেয়। কিন্তু যত প্রজাও ইহাঁদিগের স্নেহের পাত্র। প্রজা ভক্তি করিবে, ইহাঁরা স্নেহ করিবেন।

আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

সংসারে থাকিতে হইলেই আশা আকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত হইতে হয়। আশায় নির্ভর করিয়াই লোকে সংসার-ধর্ম্ম করিয়া থাকে। বালক বিদ্যালাভ করে জ্ঞানের আশায়; তুমি বৃক্ষ-রোপণ কর ফলের আশায়; আমি কারবার করি-তেছি লাভের আশায়; তুমি দুর্গোৎসব কর পুণ্যের আশায়; রমণী ব্রতানুষ্ঠান করেন স্বর্গের আশায়; রোগী জীবন-ধারণ করে আরোগ্যের আশায়; দুঃখী বাঁচিয়া থাকে সুখের আশায়; বিপন্ন ধীর থাকে অব্যাহতির আশায়। সংসারী মানবের হৃদয় আশারহিত হইতে পারে না।

যেখানে আশা, সেইখানেই আকাঙ্ক্ষা।

যাহার ধন নাই সে ধনের আকাঙ্ক্ষা করে; যাহার মান নাই সে মানের আকাঙ্ক্ষা করে; যাহার সুখ নাই সে সুখের আকাঙ্ক্ষা করে; যাহার বল নাই সে বলের আকাঙ্ক্ষা করে।

আশা আকাঙ্ক্ষার স্বভাবই হইতেছে, সীমাতিক্রম করিবার জন্য চেষ্টা করা; কিন্তু যতক্ষণ সীমাতিক্রম না করে, ততক্ষণই আশা ও আকাঙ্ক্ষা মানবকে প্রকৃতিস্থ রাখিয়া থাকে। সুতরাং সংযম-শিক্ষা করিয়া, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সীমাতিক্রম করিতে না দিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

তবে আশা ও আকাঙ্ক্ষার সীমাকে ক্রমে ক্রমে বাড়িতে দেওয়া মন্দ নহে। সীমা বরাবর সমান থাকেও না। সিদ্ধি ও সফলতার সঙ্গে সঙ্গে আশা এবং আকাঙ্ক্ষার সীমা বাড়িয়া যায়। অদ্য যদি তোমার অল্প আশা পূর্ণ হয়, কল্য, তাহা হইলে, তোমার আশার পরিধি নিশ্চিত আর একটু বাড়িয়া যাইবে। অদ্য যদি তুমি ক্ষুদ্র বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করিয়া ফল পাও, তাহা হইলে

কল্য যে, তোমার আকাঙ্ক্ষা একটু মহৎ .বিষয়ে ধাবিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে ক্রমশঃ সীমাবৃদ্ধি হইলে দোষ নাই। আর যাঁহার হৃদয়ে সংযম আছে, তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষাও সহসা বাড়িয়া যাইবে না, ইহা স্থির।

সীমাতিক্রম করিলেই আশা—দুরাশা, আকাঙ্ক্ষা—দুরাকাঙ্ক্ষা। দুরাশা প্রায়ই পূর্ণ হয় না; দুরাকাঙ্ক্ষা প্রায়ই ফলবতী হয় না। আশা যখন দুঃখীকে এক রাত্রে কুটীর হইতে প্রাসাদে লইয়া যাইতে চায়, তখন সে দুরাশা। আকাঙ্ক্ষা যখন ভিখারীকে এক দিনে কোটিপতি করিতে চায়, তখন সে দুরাকাঙ্ক্ষা।

সংযম না থাকিলে, সকল লোকেই দুরাশা ও দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া জীবনকে দুঃখময় করিত; সংসার তাহা হইলে বাতুলপূর্ণ হইয়া উঠিত।

কিন্তু এমন অনেক লোকও সংসারে আছে, যাহারা সর্ব্বদা দুরাশায় ও দুরাকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত হইয়া কষ্ট পাইতেছে এবং অন্যকে কষ্ট দিতেছে।

যেমন দুরাশ ও দুরাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় দোষ আছে, সেইরূপ সংসারীর পক্ষে একেবারে নিরাশ ও নিরাকাঙ্ক্ষ হওয়া দোষের। আশা ও আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে মানুষ উদ্যোগী হয় না। আর—

"উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।"

শক্তির অনুরূপ, যোগ্যতার অনুরূপ উদ্‌যোগ আবশ্যক। পুরুষকার না থাকিলে সংসারী কখনই উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। বিদ্যা, ধন, ধর্ম্ম, যাহারই উপার্জ্জন করিবে, তাহাতেই উদ্যোগ আবশ্যক। সংযমশিক্ষা করিয়া, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সীমার ভিতর রাখিয়া, সৎপথে থাকিয়া, উদ্যোগ এবং অধ্যাবসায়ের আশ্রয় লও, ধর্ম্মে মতি রাখিয়া সিদ্ধির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হও; তোমার আশা পূর্ণ হইবে—আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হইবে। তুমি ক্রমে ক্রমে সংসারে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে। সফলতায় আনন্দলাভ করিবে এবং বিফলতা হইলেও তোমাকে অনুতাপে দগ্ধ হইতে হইবে না।

বিমৃশ্যকারিতা।

পরিণাম ভাবিয়া কার্য্য করিতে হয়। কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহার ফলাফল ভাবিয়া দেখা উচিত। কোন্ কার্য্যে কিরূপ ফল হইবে, তাহার তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করা উচিত। এইরূপ আলোচনাপূর্ব্বক কার্য্যসম্পাদনকেই বিমৃশ্যকারিতা বলে।

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়া-
মবিবেকঃ পরমাপদাং পদং।"

সহসা কোন কার্য্য করিবে না; সহসা কার্য্য করিলে বিপদে পড়িতে হয়। ক্রোধের ভরে কার্য্য করিতে নাই; তাহাতে বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। আগ্রহাতিশয়বশতঃ কোন কার্য্য করিতে নাই। যেমন ইচ্ছা অমনই কার্য্য; ইহা

দূরদর্শী বুদ্ধিমানের লক্ষণ নহে। ইচ্ছা হইলেই দেখিতে হইবে, কার্য্যটা ভাল কি মন্দ; কার্য্যে নিজের বা আত্মীয়জনের কিংবা অন্য কোন লোকের অনিষ্ট হইবে কি না; কার্য্যে দেশের বা সমাজের অনিষ্ট হইবে কি না।

মানবহৃদয়ে ইচ্ছা যেরূপ একটী বৃত্তি, এই ইচ্ছার দোষ গুণ বিচার করিবার শক্তিও সেইরূপ একটী বৃত্তি। ইচ্ছার স্বভাবই হইতেছে, মানুষকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করা। বিবেক আছে মানুষকে সাবধান কবিতে, সু ও কু বৃত্তির ভেদ করিতে। বিবেক না থাকিলে মানুষকে ইচ্ছামাত্রেই কার্য্য করিতে হইত; সুতরাং পদে পদে নিজের ও পরের অনিষ্ট ঘটাইতে হইত। ইচ্ছা দিবারাত্র মানুষকে কার্য্যে প্রণোদিত করিতেছে; বিবেক সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে সাবধান করিতেছে। ইচ্ছা যেমন বলিতেছে "কর," বিবেক অমনই বলিতেছে —"না, না, অত তাড়াতাড়ি করিও না। দেখ, এই কার্য্যে কাহারও অনিষ্ট হইবে কি না; বুঝিয়া

দেখ, এই কার্য্যে তোমার কোনরূপ অধর্ম্ম হইবে কি না।”

ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু ভবিষ্যৎ ভাবিবার জন্য অধিক সময় কাটাইয়া দেওয়াও উচিত নহে। হঠাৎ কার্য্য করা যেমন দোষের, সকল কার্য্যেই ক্রমাগত ইতস্ততঃ করাও তেমনই দোষের। এমন বিপদ অনেক আছে, যাহার আশু প্রতিবিধান করিতে হয়; সুতরাং পরিণামচিন্তার সময় বড় অল্প, অবিলম্বেই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে হয়; ভাবনায় চিন্তায় অধিক সময় নষ্ট করিতে গেলেই সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা। বিপদে ধৈর্য্য আবশ্যক; কিন্তু ধীর হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; মনকে যতদূর সাধ্য অবিচলিত রাখিয়া, শীঘ্র প্রতীকারের পথ দেখিয়া লইতে হইবে।

কোন পরমাত্মীয়ের হঠাৎ একটা কঠিন রোগ হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কালবিলম্ব করিলেই বিভ্রাট ঘটিবে।

পোতব্যসনে পড়িয়াছ, বিলম্ব করিতে গেলেই শত শত লোকের অকালে প্রাণবিসর্জ্জন হইবে ; প্রতীকারে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিতে পারিবে না। বাড়ীতে দস্যু আসিয়াছে, প্রতীকারের জন্য তখন তুমি আর পরামর্শে সময় দিতে পারিবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিরা পরামর্শ করেন বটে ; কিন্তু এক দিনের কার্য্য এক দণ্ডে সম্পন্ন করিতে হয়।

ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য করিবার অভ্যাস বাল্যাবধি হওয়া উচিত। বাল্যাবধি বুঝিয়া কাজ করিতে না শিখিলে, সহজে বিমৃশ্যকারিতার অভ্যাস হয় না। যিনি প্রথমাবধি বুঝিয়া কাজ করিতে শিখিয়াছেন, আশুপ্রতিকার্য্য বিষয়েও তাঁহাকে, সুপথ দেখিবার জন্য, বিষম সমস্যায় পড়িতে হয় না।

বিমৃশ্যকারিতা স্বভাবের অঙ্গীভূত না হইলে, প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই।

বিমৃশ্যকারীকে অনুতাপ করিতে হয় না।

যাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই অনুতাপানলে দগ্ধ হয়, তাঁহার মত দুঃখী জগতে আর নাই। এই কার্য্যে নিশ্চিত হিত হইবে, ইহা জানিয়া, কার্য্য করিবে। মনে বুঝিয়া দেখিয়াছ, হিত ভিন্ন অহিত হইবে না; অহিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তথাপি যদি গ্রহবৈগুণ্যে হিত অহিতে পরিণত হয়, অমৃত গরল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তোমাকে অনুতাপানলে তপ্ত হইতে হইবে না; কেন না, তোমার হৃদয় নিরপরাধ। অনুতাপ নিরপরাধ হৃদয়কে দণ্ড দিতে পারে না।

আত্মনির্ভর।

সকলেরই নিজের কাজ নিজে করা উচিত। নিজের কাজ নিজে করাই আত্মনির্ভর। সকল বিষয়েই পরমুখপ্রেক্ষী হওয়া কাপুরুষের কার্য্য। পৃথিবী পরীক্ষাস্থল। যিনি কেবল পরমুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকেন, তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন কিরূপে? যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছ, আত্মরক্ষা করিতে না পারিলেই হত হইবে। এ সংসার সমরক্ষেত্রের সমান। যিনি আত্মরক্ষা না করিতে পারিবেন, সংসারসমরে তাঁহাকে নিশ্চিতই অবসন্ন হইয়া পড়িতে হইবে।

প্রকৃতিই জীবকে আত্মনির্ভর শিখাইয়া দেন। শিশু যদি নিজে হাঁটিতে না শিখে, তাহা হইলে সে কিছুতেই হাঁটিতে পারিবে না। মাতা না হয়,

প্রথম প্রথম হাত ধরিয়া হাঁটাইতে পারেন, কিন্তু তিনি ত আর বরাবর হাঁটাইতে পারিবেন না; শিশুকে নিজে হাঁটিতে শিখিতে হইবে। সে সহস্রবার পড়িবে উঠিবে, কিন্তু হাঁটিতে শিখিবে নিজে। কথাও শিশু নিজে কহিতে শিখিবে। দেখিয়াছ, শিশু ক্রমে ক্রমে নিজের কথা নিজেই শিখিয়া লয়। সে কত ভুল কথা কহিবে, কত অস্পষ্ট কথা কহিবে; এক কথা বলিতে কতবার আর কথা বলিবে; কিন্তু বলিবে নিজে; শিখিবে নিজে; তবে তাহার শিক্ষা হইবে।

নিজের কাজ নিজে করিতে হইবে, তবে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। ইহাই প্রকৃতির নীতি; ইহাই জগতের রীতি। বালক যদি নিজের বিদ্যা নিজে না শিখে, তবে বৃহস্পতি আসিয়াও শিখাইতে পারেন না। শিক্ষক পথ দেখাইয়া দিবেন, কিন্তু পথে চলিতে হইবে বালকের নিজের। যাহাকে চিরকাল হাতে ধরিয়া লিখাইতে হয়, সে কখনই লিখিতে শিখে না। যে চিরকাল পরের

কোমর ধরিয়া সাঁতার দেয়, সে কখনই সাঁতার শিখিতে পারে না।

গুরূপদেশ ভিন্ন শিক্ষা হয় না। কিন্তু গুরুর কাছে উপদেশ লইয়া—শিক্ষা লইয়া, নিজের কাজ নিজে করিতে হয়। যখন যে কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখনই তাহার জন্য গুরুর অপেক্ষা করিতে হইবে, এরূপ হইলে, কেহই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। গুরু পথ দেখাইয়া দিবেন, তিনি ত আর চিরকাল হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না। যখন অপোগণ্ড শিশুও দিবারাত্র মাতৃক্রোড়ে থাকিতে পায় না, তখন কেনই বা তুমি চিরকাল পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে?

যে ব্যক্তি কেবল পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, কেবল পরমুখপ্রেক্ষী হইয়া কালযাপন করে, তাহার সুখ নাই, দুঃখই বার মাস।

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।"

যাহার আত্মনির্ভর নাই, তাহার মত পরাধীন

জগতে আর নাই। পরাধীনের পদে পদে বিড়ম্বনা; সকল কার্য্যে লাঞ্ছনা। নিজের দেহ মনকে নিজের বশীভূত করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। নিজের দেহ মনকে নিজের বশীভূত করিতে শিক্ষা কর, অনায়াসেই আত্মনির্ভর করিতে পারিবে; নিজের কাজ নিজে করিতে পারিবে।

প্রকৃতির নিয়মই হইতেছে, পিতা মাতা সন্তান সন্ততিকে ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা দিবেন। পশু পক্ষীর দেখিতে পাও, শিশু উড়িয়া বেড়াইতে পারিলেই নিজের আহারের নিজেই সংগ্রহ করে, নিজের বাসা নিজেই দেখিয়া লয়। মানবসমাজের প্রকৃতি কিছু স্বতন্ত্র; মানবসমাজের বন্ধন অন্যরূপ; মানবসমাজে বাধা বিঘ্ন নানারূপ; মানবসমাজে সুখ দুঃখ স্বতন্ত্রপ্রকার; মানবসমাজে পাপ পুণ্য আছে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম আছে। এই জন্যই মানবসমাজে পিতা মাতার সহিত সন্তান সন্ততির স্বতন্ত্ররূপ সম্বন্ধ; ঠিক পশু পক্ষীর ব্যবস্থা মানবসমাজে খাটে না। আবার অসভ্য মানবসমাজে

যে ব্যবস্থা চলে, সভ্য মানবসমাজে সে ব্যবস্থা চলে না। কিন্তু মানবসমাজেও সন্তানের সকল ভার পিতা মাতা চিরদিন লইয়া থাকিতে পারেন না; লওয়াও অসাধ্য।

যাহার আত্মনির্ভর নাই, তাহার বড়ই দুর্দ্দশা। আত্মনির্ভর না থাকিলে, মানবকে যৌবনেও শিশু-বৎ হইয়া থাকিতে হয়; হস্ত পদ থাকিতেও পঙ্গু-বৎ হইতে হয়; বিদ্যালাভ করিয়াও মূর্খবৎ হইয়া থাকিতে হয়। যাহার আত্মনির্ভর নাই, বিদ্যায় তাহার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় নাই; শিক্ষায় তাহার প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় নাই; মনুষ্যবংশে জন্মিয়া তাহার মনুষ্যত্বলাভই হয় নাই।

কিন্তু আত্মনির্ভরেরও একটা সীমা আছে। সকল কার্য্যেই আত্মনির্ভর করা নির্ব্বোধের কার্য্য। যে শিশু হাঁটিতে শিখিবার পূর্ব্বে জন-নীর হস্তধারণ করিতে না চায়, তাহার হাঁটা হয় না; সে কেবল পড়িয়া যায়। বিদ্যালাভের পূর্ব্বে যে বালক শিক্ষকের সাহায্য লইতে না চায়,

তাহার বিদ্যালাভ হয় না। বিষয়কর্ম্মে যে ব্যক্তি অভিজ্ঞের কাছে উপদেশ না লয়, বিষয়কর্ম্ম তাহার আদৌ হয় না। যিনি ধর্ম্মকর্ম্মে গুরুর উপদেশ না লন, তিনি ধর্ম্ম শিখিতে গিয়া অধর্ম্ম শিখিতে পারেন; কর্ম্ম শিখিতে গিয়া দুষ্কর্ম্ম শিখিতে পারেন।

গুরুভার মস্তকে লইতে গেলে অন্যের সাহায্য লইতে হয়। যে ভার মস্তকে বহিতে পারা যায়, তাহাও অন্যের সাহায্যে মাথায় তুলিতে হয়। গুরুতর সংসারভার বহন করিবার সময় যে ব্যক্তি গুরুজনের সাহায্য লইতে না চায়, তাহাকে বিপন্ন হইতে হয়। আরও গুরুতর জ্ঞানভার, ধর্ম্মভার বহন করিতে হইলে যে, উপযুক্ত গুরুর সাহায্য লইতেই হইবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

অতএব যেখানে যখন যে কার্য্যে পরের সাহায্য লওয়া আবশ্যক, সেখানে সেই কার্য্যে পরের সাহায্য লইতে হইবে। কিন্তু এই সাহায্য যতক্ষণ লওয়া আবশ্যক, ততক্ষণই লইতে হইবে। সাহায্য লইবার সময় অতীত হইলে, আর সাহায্য

লইতে পারিবে না; তখন নিজের কাজ নিজে করিতে হইবে। ইহারই নাম প্রকৃত আত্মনির্ভর। এই আত্মনির্ভরেই মানব সংসারে সুখী হইতে পারে।

দয়া ও দানশীলতা।

অন্যের দুঃখ যন্ত্রণা দেখিলে, মন স্বভাবতঃ বিচলিত হয়; ঐ দুঃখ যন্ত্রণা দূর করিবার ইচ্ছা স্বতঃ মনে বলবতী হয়। ঐ ইচ্ছার নাম দয়া। দয়া মানবহৃদয়ের শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র বৃত্তি। যাঁহার হৃদয়ে দয়ার যত আধিপত্য, তিনি তত মহান্। নির্দ্দয় লোক পশুর অধম।

দয়ার পোষণ ও নিষ্ঠুরতার দমন করা উচিত। বিনা পোষণে দয়া দুর্ব্বলা হয় এবং বিনা দমনে নিষ্ঠুরতা প্রবলা হয়। নিষ্ঠুরতা দয়ার প্রতি-দ্বন্দ্বিনী। দয়া মানুষকে সৎপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে; নিষ্ঠুরতা মানুষকে অসৎপথে লইয়া যাইতে প্রয়াস পায়। দয়া মানবকে ধর্ম্মের পথে লইয়া যাইতে যত্ন করে; নিষ্ঠুরতা মানবকে

অধর্ম্মের পথে লইয়া যাইতে যত্ন করে। দয়া মানবকে স্বর্গের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে; নিষ্ঠুরতা মানবকে নরকের দিকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করে।

পিতা মাতার শৈশবাবধি পুত্র কন্যার হৃদয়ে দয়া বৃত্তি সবলা করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত। শুদ্ধ কথার শিক্ষায় তাদৃশ ফল হয় না; সঙ্গে সঙ্গে কাজের শিক্ষাও দিতে হয়। প্রকৃত দয়ার পাত্র সম্মুখে উপস্থিত হইলে পিতা মাতার, শিশু সন্তানদিগের সম্মুখে, তাহাকে সাধ্যানুরূপ দান করা উচিত। পুত্র কন্যাকে দিয়া দান করাইতে পারিলে আরও ভাল হয়। সন্তান বয়োবৃদ্ধি সহকারে যাহাতে নিজেই পাত্রবিচার পূর্ব্বক দান-শীলতার পরিচয় দিতে পারে, পিতা মাতার সঙ্গে সঙ্গে তৎপক্ষেও শিক্ষা দেওয়া উচিত। দান-শীলতায় সন্তানকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা না দিলে, শিক্ষার পথ সহজ হইবে না।

পুত্র কন্যার যেমন বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকিবে,

অমনই তাহাদিগকে কথাচ্ছলে প্রকৃত দয়াশীল মহাত্মাদিগের জীবনচরিত শোনাইতে থাকা মন্দ নহে। কিন্তু এরূপ জীবনচরিত এমন করিয়া শিখাইতে হইবে, যাহাতে বালক বালিকার হৃদয় সাতিশয় উত্তেজিত না হয়, এবং হৃদয় সাতিশয় উত্তেজিত হওয়ায় তাহারা অবস্থার অধিক দান করিতে প্রবৃত্ত না হয়। "অতিদানে বলির্ব্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং।" অবস্থার অধিক দান করিলে, সংসারী মানবকে ব্যয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়। যিনি পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজনের হিতে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল পরহিতে মত্ত হন, যিনি পরিবারবর্গের যথোচিত প্রতিপালন না করিয়া কেবল পরহিতের সাধন করিয়া বেড়ান, তাঁহার দয়াও শেষে দোষের আকর হইয়া উঠে। যিনি অবস্থা অনুসারে দানের ব্যবস্থা না করেন, তাঁহার নানাদিকে কর্ত্তব্যহানি হইয়া থাকে। হয় ত শেষে তাঁহাকে ঋণজালে জড়িত হইয়া, দয়ার জন্য, অনেক মন্দ কার্য্যও করিতে হয়।

দয়া হৃদয়ের ধন। দীনহীনেরও দয়া ভূষণ। যাঁহার অর্থ নাই তিনি সামর্থ্যে দয়ার পরিচয় দিতে পারেন। দানে দয়ার যেরূপ প্রকাশ হয়, কায়িক সাহায্যে বরং তদপেক্ষা অধিক প্রকাশ হইয়া থাকে। অন্ধ আতুরকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিলে তাহার যেরূপ উপকার হয়, হাত ধরিয়া তাহার ভিক্ষার সাহায্য করিলেও তদ্রূপ উপকার হয়। এরূপ কায়িক সাহায্যে দয়াবানের বরং অধিকতর মহত্ত্বই প্রকটিত হইয়া থাকে। কেন না, অর্থ থাকিলে দান করা যত সহজ, নিজে কায়িক কষ্টস্বীকার-পূর্ব্বক সাহায্য করা তত সহজ নহে।

দয়ার দানশীলতাই শ্লাঘ্য। কেবল লোক দেখাইবার জন্য সুপাত্রে বা সৎকার্য্যে দান করিলে মানুষকে তাদৃশ নিন্দনীয় হইতে হয় না, কিন্তু যিনি বদান্যতার অভিনয় করিবার জন্য অপাত্রে বা অকার্য্যে দান করেন, তিনি নিন্দনীয়; যেহেতু তাঁহার দানে তাঁহার নিজের পুণ্য হয় না, আর অপাত্রে এবং অকার্য্যে দান হইলে,

সমাজেরও উপকার হয় না ; বরং অপকারই হইয়া থাকে। অতএব দেশ কাল পাত্র এবং ফলের বিচার করিয়া সদয় হৃদয়ে প্রফুল্ল মনে দান করা উচিত। এইরূপ দানেই প্রকৃত দানশীলতার পরিচয় দেওয়া হয়।

সুযোগ কুযোগ।

সুযোগ সুবিধা দেখিয়া কাজ করিতে হয়; কুযোগ কুবিধা হইলে কার্য্যে বিরত থাকিতে হয়। অনুকূল স্রোতে নৌকা ছাড়িতে হয়, সুবাতাসে পাল তুলিতে হয়; প্রতিকূল স্রোতে তরী বাঁধিয়া রাখিতে হয়, কুবাতাসে পাল তুলিলে নৌকা লইয়া কর্ণধারকে বিপদে পড়িতে হয়। কুবিধার অবাধে অতিক্রম করা সকলের সাধ্য নহে, সকল নৌকা ত আর বাষ্পতরী নহে। যাঁহার শক্তি যোগত্যা অসাধারণ, তিনি সুযোগ কুযোগ সময়ে সময়ে অগ্রাহ্য করিতে পারেন; কিন্তু সকলের পক্ষে ত আব ইহা সাধ্য নহে। অনুকূল স্রোতে অনুকূল বাতাসে বাষ্পতরীও সুখে এবং সহজে অধিক দূর যাইতে পারে, প্রতিকূল স্রোতে

প্রতিকূল বাতাসে বাষ্পতরীকেও অনেক বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়।

সুযোগ সুবিধায় যে কার্য্য সহজে সম্পন্ন হয়, কুযোগ কুবিধায় সে কার্য্য কষ্টে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য সকলেরই সুযোগ সুবিধা দেখিয়া কার্য্যারম্ভ করা উচিত; সুযোগ সুবিধা থাকিতে থাকিতেই কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লওয়া উচিত। সকল কার্য্যেই অবসরপ্রতীক্ষা করা উচিত। দুর্য্যোগে "পাড়ী জমাইতে" গেলে সুদক্ষ কর্ণধারকেও লাঞ্ছনাভোগ করিতে হয়। সময়ে বপন রোপণ না করিলে, কখনই সুফল পাওয়া যায় না; সময়ে চিকিৎসা না করিলে ধন্বন্তরিকেও হতাশ হইতে হয়।

সুযোগ সুবিধা দেখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত বটে; কিন্তু সকল সময়ে এ নিয়ম রক্ষা করা সুসাধ্য হয় না। বিপদে বসিয়া থাকিলে বিপদ বাড়িয়া উঠে। কুযোগ কুবিধার জন্য উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিলে,অনেক সময়েই উদ্ধারের

পথ রুদ্ধ হইতে পারে। নৌকা হঠাৎ বানের মুখে বা ঝড়ের তোড়ে পড়িলে, যে কর্ণধার হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকেন, তিনি নৌকা রক্ষা করিতে পারেন না। নৌকা যাহাতে বানে বাত্যায় না পড়ে, পূর্ব্বে তাহার উপায় করা উচিত; কিন্তু গ্রহবশে বানে ঝড়ে পড়িলে কর্ণধারকে ধীরভাবে কিন্তু সাহসে ভর করিয়া প্রতীকার করিতে হইবে; নৌকা বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। পুরুষকার দৈবের সহায়। অতএব বিপদে আপদে, কুযোগ কুবিধা দেখিয়াও, কালহরণ করা উচিত নহে। বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক প্রতীকারের চেষ্টা করা উচিত।

সংসারে সুখ দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হইবে। সুযোগে সুখ, কুযোগে দুঃখ। যিনি সুযোগে সুখবৃদ্ধি করিয়া লইতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্। সুযোগের সময় কুযোগের জন্যও প্রস্তুত হওয়া উচিত। সকল বৎসর সমান শস্য হয় না; যিনি সুবৎসরে দুর্ব্বৎসরের জন্য সঞ্চয়

না করেন, তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হয়। মৃত্তিকা নরম থাকিতে থাকিতেই সুকৃষক হলচালনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লন। যিনি শুদ্ধ জয়ের জন্যই প্রস্তুত হন, পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে জানেন না, তিনি সেনাপতিপদের যোগ্য নহেন।

ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা বরাবর সমান থাকে না। ব্যবসায় বাণিজ্যে কখনও লাভ হয়, কখনও ক্ষতি হয়। যিনি অবসরে যথেষ্ট লাভ করিয়া লইতে পারেন, ক্ষতির সময় তাঁহাকে অবসন্ন হইতে হয় না। সকল কার্য্যেই এই নিয়ম। সাংসারিক ব্যয় কাহারই চির দিন অল্প থাকে না, নানা কারণে ব্যয়বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। যখন ব্যয়-বাহুল্য না থাকে, সেই সময়ে সকলের সঞ্চয় করা উচিত। যখন ব্যয়সংক্ষেপ সুসাধ্য, তখনই সঞ্চয়ের চেষ্টা করা উচিত। যখন ব্যয়সংক্ষেপ অসাধ্য, তখন সহস্র চেষ্টাতেও সঞ্চয় করিতে পারিবে না।

বিদ্যালাভেও সুযোগ কুযোগ আছে। দেহ

মন চিরদিন সুস্থ থাকে না। সময় কাহারও বশীভূত নহে। সদ্‌গুরু সকল সময়ে পাওয়া যায় না। অতএব সুযোগ থাকিতে সকলেরই যথা-সাধ্য বিদ্যালাভ করিয়া লওয়া উচিত। সাধুসঙ্গও সর্ব্বদা হয় না, সদুপদেশও সর্ব্বদা পাওয়া যায় না।

সুযোগ কুযোগ সকল বিষয়েই দেখিতে হয়। সময়ে যত্নবান্ না হইলেই শেষে অনুতাপ করিতে হয়। আলস্য এবং ঔদাসীন্য অনেক অনিষ্টের হেতু। সময়ে সামান্য চেষ্টা করিলে যে ফল হয়, অসময়ে অসামান্য যত্ন করিলেও সে ফল হয় না। জোয়ার বহিয়া গেলে দশদাঁড়েও নৌকা চলিবে না, জোয়ারের সময় হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিলেও নৌকা নক্ষত্রবেগে ছুটিতে থাকে। কিন্তু সকল দিন একটানা থাকে না, সংসারে সুখের একটানা কাহারই ভাগ্যে ঘটে না।

সংসর্গ।

মানুষ কদাপি একাকী থাকিতে পারে না। কি সভ্য কি অসভ্য, সকল মানুষকেই দশ জনের সঙ্গে থাকিতে হয়। এই যে একত্র থাকিবার বলবতী বাসনা, ইহারই নাম সংসর্গানুরাগ। এ অনুরাগে বাধা দেওয়া অসাধ্য; কিন্তু পাত্রবিচার না হইলে, এই সংসর্গই মানুষের সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারে। অতএব সকলেরই সংসর্গে সাবধান হওয়া উচিত।

মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন, "সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।" সৎসঙ্গে সুশিক্ষা হয়, অসৎসঙ্গে কুশিক্ষা হয়। সৎসঙ্গে হৃদয়ের যত সুবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায়, পুষ্টিলাভ করে; অসৎসঙ্গে হৃদয়ের যত কুবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায় এবং পুষ্টিলাভ

করে। দর্শনে যেরূপ শিক্ষা হয়, শুদ্ধ শ্রবণে সেরূপ হয় না। এক দৃষ্টান্তে যে ফল হয়, শত উপদেশেও সে ফল হয় না। সুদৃষ্টান্তের সুফল অপরিমেয়; কুদৃষ্টান্তের কুফলও অপরিমেয়।

সংসর্গের ফলাফল শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত ভুগিতে হয়। অতএব শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সংসর্গবিচারে সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। দুঃশীল বালক বালিকার সংসর্গে স্বভাবসুশীল বালক বালিকাদিগকেও দুঃশীল হইতে দেখা যায়; আবার সুশীল বালক বালিকার সংসর্গে দুঃশীল বালক বালিকাদিগকেও সুশীল হইতে দেখা যায়।

কিন্তু কুশিক্ষা যত সহজ, সুশিক্ষা তত সহজ নহে। দেখিবে, দুঃশীলের সংসর্গে শত শত সুশীল দুঃশীল হইতেছে; কিন্তু সুশীলের সংসর্গে কদাচ কোন দুঃশীলকে সুশীল হইতে দেখিবে। মন্দটী যত হয় এবং যত শীঘ্র হয়, ভালটী তত হয় না এবং তত শীঘ্রও হয় না। একবিন্দু গোমূত্রে এক

কলস দুগ্ধ বিকৃত হইয়া যায়; বিন্দুমাত্র বিষেও এক ঘট অমৃত বিষ হইয়া যায়।

সাধুসঙ্গে স্বর্গের পথ প্রশস্ত হয়; অসাধুসঙ্গে নরকের পথ উন্মুক্ত হয়। কিন্তু সাধুসঙ্গ দুর্লভ; অসাধুসঙ্গ সুলভ। অতএব সকল লোকেরই পুত্র কন্যার সংসর্গলিপ্সায় সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত; সৎসঙ্গ হইতেছে কি না, সকলেরই দেখা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়েও অধ্যাপক অধ্যক্ষদিগের সঙ্গিনির্ব্বাচনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত।

শৈশবাবধিই সাবধান হওয়া উচিত। শৈশব হইতে সুশিক্ষা দিলেই পথ সহজ হয়। কাঁচা কঞ্চি নোয়ান সহজ; পাকা কঞ্চি নোয়াইতে গেলে ভাঙ্গিয়া যায়। কুম্ভকার মৃদু মৃৎপিণ্ডেই ভাণ্ডাদি নির্ম্মাণ করিতে পারে, নরম মাটিতেই পুতুল গড়া চলে; শক্ত মাটি ফাটিয়া যায়। মানুষের মন শৈশবে কাদার ন্যায় নরম; বয়স হইলে শক্ত। শৈশব হইতেই সাবধান হওয়া উচিত।

সংসর্গ যে, কেবল জীবিত লোকের সঙ্গেই হইয়া থাকে, এরূপ নহে, মৃত লোকের সঙ্গেও হয়। পুস্তক মানুষের নির্জীব সঙ্গী। সুপুস্তক পড়িলে সাধুসঙ্গের ও কুপুস্তক পড়িলে অসাধু-সঙ্গের ফল হয়। অতএব পুস্তকনির্ব্বাচনেও অভিভাবক অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষগণের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত।

পারিবারিক সুশিক্ষায় যেমন সুফল হয়, পারিবারিক কুশিক্ষায় তেমনই কুফল ফলিয়া থাকে। অতএব, প্রত্যেক পরিবারেই প্রবীণ প্রবীণাদিগের সর্ব্বদা সৎপথে চলা উচিত। যাহাতে বালক বালিকারা কোনরূপ কুশিক্ষার অবসর পায়, এমন কোন কার্য্যই বাড়ীর কোন লোকের করা উচিত নহে। যে পরিবারে প্রবীণ প্রবীণারা সদা সৎপথে চলিয়া থাকেন, সে পরিবারের বালক বালিকারাও সৎপথে চলিয়া থাকে। গৃহের শিক্ষাই শিক্ষা। গৃহেই জীবনের প্রায় সমস্ত কাল অতিবাহিত হয়। সকলেরই শৈশব

স্বগৃহে অতিবাহিত হয়; বাল্যেও এই নিয়ম। শৈশব ও বাল্যের শিক্ষাই শিক্ষা। অতএব সকল গৃহস্থেরই সুপথে থাকিয়া সুদৃষ্টান্তে এবং সদুপদেশে সন্তান সন্ততির সুশিক্ষাপথ সুপ্রশস্ত করা উচিত। যেখানে অভিভাবকদিগের অসাবধানতা বা ঔদাসীন্য, সেই খানেই প্রায় সন্তান সন্ততিদিগের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে।

বিদ্যালয়ে অধ্যাপকদিগের আদর্শীভূত হইয়া চলা উচিত। গুরুর কার্য্য দেখিলে যেরূপ শিক্ষা হয়, তাঁহার বহু উপদেশেও সেরূপ শিক্ষা হয় না। যেখানে দেখিবে শিক্ষকের স্বভাব মন্দ, সেইখানেই দেখিবে শিষ্যদিগেরও স্বভাব মন্দ হইয়াছে। যেখানে দেখিবে গুরু বিশুদ্ধচরিত্র, সেইখানে দেখিবে শিষ্যেরাও শুদ্ধস্বভাব।

পূর্ব্বকালে হিন্দুসমাজে নিয়ম ছিল, ছাত্রদিগকে যৌবনারম্ভ পর্য্যন্ত গুরুগৃহে থাকিতে হইবে। অভিভাবকেরা সদ্‌গুরুর কাছেই পুত্রদিগকে রাখিয়া দিতেন। তাহারা গুরুর কাছে

থাকিয়া তাঁহার সদুপদেশে যত শিক্ষা না করিত, তাঁহার সদাচারে তত শিক্ষা করিত।

ইউরোপের প্রায় যত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-দিগকে গুরুসকাশে থাকিতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন ছাত্রাবাসে থাকিতে হয়। যেখানে এই-রূপ ছাত্রাবাসে সদাচার আদর্শচরিত অধ্যাপক বা অধ্যক্ষের নিয়ত তত্ত্বাবধান আছে, সেখানে ছাত্র-দিগের পরম মঙ্গল হইয়া থাকে।

অতিথি-সৎকার।

অতিথিসেবা সকল ধর্ম্মেরই অনুমোদিত। যাঁহারা মনে করেন, ইউরোপ আমেরিকার খৃষ্টানেরা আদৌ অতিথিসেবা করেন না, তাঁহারা ভ্রান্ত। ইউরোপ আমেরিকা দেশেও দেখিতে পাওয়া যায়, অজ্ঞাতকুলশীল লোকে নিরাশ্রয় হইলে আশ্রয় পাইয়া থাকেন। ইউরোপীয় ইতিহাস উপন্যাসাদিতে অতিথিসেবার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তবে দুষ্ট লোকে পাছে প্রবঞ্চনা করে, এই ভয়ে ইউরোপ আমেরিকার লোকে অধুনা কিছু সাবধান হইয়াছেন; যখন তখন যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে আশ্রয় দিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। কিন্তু সাধু ধর্ম্মশীল লোকে অনেক স্থলেই আশ্রয় পাইয়া থাকেন। সকল খৃষ্টানরাজ্যেই অতিথিশালা

অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। ইংলণ্ডে এরূপ আশ্রম অসংখ্য; এরূপ আশ্রমে কোটি কোটি টাকা খরচ হইয়া থাকে। সমর্থ ব্যক্তিদিগকে সেখানে সামর্থ্যানুরূপ কার্য্য করিতে হয়। রুগ্ন ভগ্ন অসমর্থ লোকে, বিনা পরিশ্রমে, অন্ন পাইয়া থাকে। ইউরোপ আমেরিকার সর্ব্বত্রই এইরূপ ব্যবস্থা আছে। গৃহাগত অতিথিও অনেক স্থানেই আশ্রয় পাইয়া থাকে।

য়িহুদি পারসীক জৈন শিখ প্রভৃতি সকলেরই অতিথিসেবা ধর্ম্মসম্মত; ধর্ম্মের অংশীভূত। মুসলমানের ধর্ম্মপুস্তকে অতিথিসৎকার ভূয়োভূয়ঃ আদিষ্ট হইয়াছে। আরবদেশীয় মুসলমানদিগের অতিথিসেবার কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। পরম শত্রুও, অতিথি হইলে, ইহাদিগের পূজনীয়। সকল দেশের মুসলমানের পক্ষেই অতিথিসেবা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অতিথিসেবা যে, হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা সকলেরই বিদিত আছে। হিন্দুশাস্ত্রে অতিথি

অর্থে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি। যাঁহার নাম, গোত্র অজ্ঞাত, অথচ যিনি হঠাৎ গৃহে আসিয়াছেন, হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, তিনি অতিথি। অতিথি অনভ্যর্থিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে, হিন্দুর পক্ষে মহাপাপ। এরূপ অতিথি হিন্দুগৃহস্থের পুণ্য হরণ করিয়া লইয়া যান। অতিথি, মিত্রই হউন আর শত্রুই হউন, বিদ্বান্‌ই হউন আর মূর্খই হউন, সর্ব্বত্রই পূজনীয়।

"উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ॥"

উত্তমবর্ণের গৃহে যদি কোন নীচবর্ণও অতিথি হন, তথাপি তিনি যথাযোগ্য পূজা পাইতে অধিকারী। যেহেতু হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অতিথি সর্ব্বদেবময়। অতিথির নাম ধাম গোত্র বিদ্যা প্রভৃতি কোন বিষয়েরই পরিচয় লইবার প্রয়োজন নাই। পাত্রনির্ব্বিচারে তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিতে হইবে।

কিন্তু গৃহস্থের অতিথিসেবা যেরূপ ধর্ম্ম,

অতিথির গৃহস্থকে কষ্ট না দেওয়াও সেইরূপ ধর্ম্ম। অতিথিকে অন্ন না দিয়া গৃহস্থের অন্নগ্রহণ করা যেরূপ নিষিদ্ধ, অতিথির সেইরূপ গৃহস্থের দত্ত দ্রব্যেই তুষ্ট হওয়া উচিত।

দাতা গ্রহীতা উভয়ের পথই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্র অনুসারে চলিলে, অতিথি-সেবার জন্য কোন গৃহস্থকেই কষ্ট পাইতে হয় না। গৃহী নিতান্ত বিপদে না পড়িলে অন্য গৃহস্থের দ্বারস্থ হইবে না, আতিথ্যগ্রহণ অসমর্থের পক্ষেই বিধেয়।

অধুনা কালদোষে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়িয়াছে। ভিক্ষা অনেকের ব্যবসায়মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অন্য উপায়ে সংসারযাত্রা করিতে হইলে অধিক পরিশ্রম হয়, এইজন্য এখন অনেকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। এইরূপ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদির বিক্রয় বিনিময়ে অনেকে অর্থসঞ্চয়ও করিয়া থাকে। ইহারা শাস্ত্রমতে অতিথি-পদবাচ্য নহে। ইহারা ধর্ম্মে পতিত।

অতিথিসেবায় গৃহস্থের ঐহিক পারত্রিক দ্বিবিধ মঙ্গলই হইয়া থাকে। অতিথিসেবায় গৃহস্থ স্বার্থপরতা সংযত করিতে শিখেন, পরার্থ-পরতা উদারতা ও সমদর্শিতার অভ্যাস করিতে পারেন। আর ইচ্ছা করিলে সংযমের গুণে মিতব্যয়িতাও শিখিতে পারেন। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ভবনে যে অন্ন ব্যঞ্জনাদি নষ্ট হয়, তাহাতে একাধিক নিরন্ন লোকের অন্নসংস্থান সহজেই হইতে পারে। অতিথিসেবার কল্যাণে সকলেই এই অপচয়ে নিরস্ত হইতে পারেন। অতিথিসেবায় পুণ্য হয়; মনেরও সন্তোষ হয়। পরোপকার মানবমাত্রেরই মহা ধর্ম্ম। অতিথিসেবা মানবকে এই পরোপকারব্রত শিখাইয়া দেয়, অতিথিসেবা মানবহৃদয় পবিত্র করিয়া দেয়। অতিথিসেবায় কোনরূপ দোষ নাই; আধুনিক অতিথিদিগের আচার ব্যবহারে দোষ আছে। যাহাতে সেই দোষের পরিহার হয়, তাহারই উপায় করা উচিত; অতিথিসেবা রহিত করা উচিত নহে।

সুমন্ত্রীর উপদেশ।

কোন জগদ্বিখ্যাত নরপতির শিক্ষাগুরু মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন ঃ—

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া, আপনাকে এই ক্ষণবিধ্বংসি সংসারের অন্তর্গত মনে করিয়া, সুখে দুঃখে অবিকম্পিত থাকিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবে। কখনও ক্রোধ মোহের বশীভূত হইয়া পক্ষপাতপূর্ব্বক বিচার করিও না; এক পক্ষের কথা শুনিয়া কোন বিষয়ে মতপ্রকাশ করিও না; কেন না সত্যই সকল ধর্ম্মের সার। সর্ব্বদা মনে রাখিবে, সত্য সীমাবদ্ধ, মিথ্যা অসীমা; মিথ্যা বক্তার ইচ্ছানুসারে বৰ্দ্ধিত হয়। কখনও দাম্ভিক হইও

না; সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ব্যক্তিও, দাম্ভিক হইলে, লোকের ঘৃণার পাত্র। বিচারস্থলে কখনও স্বীয় মতের সংস্থাপন করিবার জন্য সাতিশয় নির্ব্বন্ধ করিও না। কেন না তুমিও ভ্রান্ত হইতে পার। আমি সব বুঝি, বাক্যে দূরে থাকুক, আকার ইঙ্গিতেও, কখনও এরূপ ভাবের প্রকাশ করিও না। বুদ্ধিমানের পক্ষে ইহা অতীব নিন্দ-নীয়। চাটুকারদিগের কথায় উল্লসিত হইও না; ধনবান্‌দিগের ইহারা পরম শত্রু। প্রকৃতবাদী পণ্ডিতগণের সম্মান করিবে, অর্থ দিয়া পূজা করিবে; যেহেতু তাঁহারাই যথার্থ মিত্র। সাধ্যা-নুসারে দেশপর্য্যটন করিবে; এবং সকল বিষয়ের সূক্ষ্মরূপে শিক্ষা করিবে। অন্যথা দেশপর্য্যটনে ফললাভ করিতে পারিবে না। সূক্ষ্মদর্শী পর্য্যটক-দিগের কাছে সকল তত্ত্ব জানিয়া লইবে। নিজের দেশের সহিত অপর দেশের তুলনা করিতে হইবে। তুলনায় মনোযোগসহকারে উৎকর্ষা-পকর্ষের বিচার করিবে। ভোজন ও পরি-

ধান বিষয়ে কখনও আড়ম্বর করিও না। এরূপ আড়ম্বর মূর্খদিগেরই শোভা পায়। মাদক-মাত্রেরই নিকট হইতে দূরে থাকিবে। মাদক পাপবৃত্তির বৃদ্ধি করিয়া থাকে; শাস্ত্রে মাদক অদেয় অপেয় এবং অঘ্রেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আত্মহত্যা অপেক্ষা মহাপাপ আর নাই। আহার নিদ্রাদির যত সংক্ষেপ করিতে পার ততই মঙ্গল। অমিতভোজন রোগের মূল। আহার করিয়াই অন্ততঃ দশ ক্রোশ অশ্বপৃষ্ঠে যাইতে পার, এরূপ করিয়া ভোজন করিবে। স্বীয় চক্ষে সকল কাজ দেখিতে অভ্যাস করিবে। অতি সামান্য কার্য্যেও পরের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না। স্মৃতিশক্তির যতই চালনা করিবে, তাহার ততই বৃদ্ধি হইবে।

অধীনস্থ ব্যক্তির অপরাধ তাদৃশ গুরুতর না হইলে, কদাপি তাহার জীবিকোচ্ছেদ করিবে না; অন্য প্রকার দণ্ড করিবে। এক প্রকার অপ-রাধেও ব্যক্তিভেদে দণ্ডভেদ করা উচিত; কেন

না কাহারও কাহারও পক্ষে বাগ্‌দণ্ড প্রাণদণ্ড অপেক্ষাও ক্লেশকর। রাজাই প্রজার পিতা মাতা, অতএব পিতা মাতার ন্যায় প্রজার সকল দিকে উন্নতিচেষ্টা করিবে। প্রজার জ্ঞান ও ধন হইলে রাজারই মঙ্গল। যে রাজার প্রজারা দরিদ্র ও মূর্খ, তিনি রাজপদের উপযুক্ত নহেন। আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবে; কখনও মনের আবেগে অতিব্যয় করিও না। বিষয়বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য প্রজার এক কপর্দ্দকও রাজার খরচ করা উচিত নহে; এরূপ করিলে রাজা ভগবানের কাছে প্রত্যবায়ভাগী হইয়া থাকেন। যেরূপ অবস্থায় পড় না কেন, সদাই সন্তুষ্ট থাকিবে এবং স্থিরভাবে দুরবস্থার অপনোদনে চেষ্টা করিবে। বিশ্বস্ত অথচ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করা উচিত। রাজা সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও তাঁহার পক্ষে সুমন্ত্রী আবশ্যক। নৌকায় মাঝী থাকিলেও দাঁড়ী আবশ্যক। স্বীয় স্বার্থের জন্য কখনই দেশের স্বার্থে আঘাত করিও না। যে সকল

কখনও আঘাত করিবে না। কুসংসর্গ হইতে আপনাকে যত্নপূর্ব্বক এবং সাবধানে দূরে রাখিবে। অসৎসংসর্গ মানুষকে ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিয়া থাকে।

সম্পূর্ণ।